ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 January, 2021 ■ আগরতলা, ২২ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৮ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পূর্ণরাজ্য দিবসে রাজ্য নাগরিক সম্মান-২০২১ ও পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার-২০২১ চালু করল সরকার

ত্রিপুরা এখন আত্মনির্ভতার দিকে চলেছে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে ত্রিপুরা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে।

আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যপাল রমেশ বৈস ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য মর্যাদা পাবার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা উল্লেখ করেন। শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নয় উন্নয়নের নিরিখে ত্রিপুরা ভারতের বড় রাজ্যগুলির মধ্যেও জায়গা করে নেবে বলে উভয়েই আশা প্রকাশ করেছেন। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এবারই প্রথম রাজ্য সরকার রাজ্য নাগরিক সম্মান-২০২১ ও পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার-২০২১ চালু করেছে। আজকের অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্টজনদের হাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এই পুরস্কারগুলি তুলে দেওয়া হয়। রাজ্য নাগরিক সম্মান পেয়েছেন পাঁচজন এবং পূর্ণরাজ্য দিচবস পুরস্কার পেয়েছেন নয়জন।

প্রথমবার ত্রিপুরা বিভুষণ সম্মান পেয়েছেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার ও ত্রিপুরা ভুষণ সম্মান পেয়েছেন ক্রীড়াবিদ আর্শিয়া দাস। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানুষের উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে ত্রিপুরা দ্রত সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে থাকার দৌড়ে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

এখন দেশের অন্য সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে থাকার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পেলেও বাস্তবে কি ত্রিপুরা সবক্ষেত্রে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, এই প্রশ ছুড়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অনুন্নয়নের জন্য এক সময় নানা বাহানা দেখানো হত। বলা হত এই অঞ্চলের রাজ্যগুলি দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূর। তাই কেন্দ্রের নজর থেকেও দূরে রয়েছে এই রাজ্যগুলি।

কিন্তু ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর এই অঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে গেছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ তুলে বলেন, এখন কীভাবে উত্তর-পূর্বঞ্চলের উন্নয়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, উন্নয়নের কাজ করার জন্য মানসিকতা চাই, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড টিকা নিয়ে রাজ্যে কেউ অসুস্থ হননি, অন্য শারীরিক সমস্যায় হাসপাতালে ভরতি তিনজন ঃ এনএইচএম

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.)।। কোভিড টিকা নিয়ে ত্রিপুরায় এখনও কেউ অসুস্থ হননি। টিকা গ্রহণকারী তিনজনের হাসপাতালে ভরতির জন্য তাঁদের শারীরিক অন্য অসুস্থতা দায়ী বলে দাবি করেছেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে জয়সওয়াল বলেন, কোভিড-এর টিকা সম্পূর্ণ রূপে সুরক্ষিত এবং কার্যকরী। ওই টিকা নেওয়ার পর কারোর শারীরিক সমস্যা হয়নি। তিনি বলেন, টিকা গ্রহণকারী আশাকর্মী সঞ্চিতা দাসচৌধুরী, পিকলু বণিক এবং হিমাদ্রি দেবরায়ের অন্য শারীরিক সমস্যার কারণে তাঁরা হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। তিনি জিবি হাসপাতালের পর্রধান মাইক্রো বায়োলজিস্ট ডা. তপন মজুমদারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, করোনা-র টিকা সম্পূর্ণ রূপে সুরক্ষিত।

এনএইচএম অধিকর্তার দাবি, সঞ্চিতা টিকা নেওয়ার পর রাতের আহার গ্রহণ করেননি। তাই, তাঁর শারীরিক সমস্যা হয়েছে। এছাড়া, হিমাদ্রি দেবরায় টিবি রোগে আক্রান্ত বলে পরীক্ষায় চিহ্নিত হয়েছেন। পিকলু বণিক রোজ মদ্যপান করেন এবং টিকা নেওয়ার পর রাতেও তিনি মদ্যপান করেছিলেন। তাই, তাঁর পেটে ব্যথা হয়েছিল। তাঁর দাবি, আজ ত্রিপুরায় ১৬টি টিকাকরণ কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮,১২৭। এর মধ্যে টিকা নিয়েছেন ৫, ৫৩৮ জন। গড় হার ৬৮.১৯ শতাংশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির উপর হামলার নয়া মোড় পুলিশের জালে স্বদলীয় নেতা

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) ।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বরিষ্ঠ আইনজীবী পীযূষকান্তি বিশ্বাসের উপর হামলা এবং গাড়ি ভাংচুরের ঘটনায় মূল কাণ্ডারিকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জয়দুল হুসেনকে ত্রিপুরা থেকে পালাবার সময় এমবিবি বিমানবন্দর থেকে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাকে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে আদালতে সোপর্দ করেছিল পুলিশ। আদালত তাকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

গত রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির উপর হামলা এবং গাড়ি ভাংচুরের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি প্রদেশ সভাপতির চিকিৎসার খোঁজ নিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও পীযূষবাবুকে ফোন করেছিলেন এবং দোষীকে শীঘ্র গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শুরু থেকেই ওই ঘটনায় কংগেসের গোষ্ঠী কোন্দলের পরিণাম বলে দাবি করছিল শাসক দল বিজেপি। কিন্তু কংগ্রেস ওই ঘটনার জন্য বিজেপিকে দায়ী করে ত্রিপুরায় গত সোমবার ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করেছে। অবশ্য, ত্রিপুরাবাসী ওই বনধকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ওই ঘটনায় ইতিপূর্বেই তিনজনকে আটক করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার আগরতলা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রকৃত মাস্টার মাইন্ড জয়দুল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ণরাজ্য দিবসে ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ বহু বিশিষ্টজনের

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.)।। পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়া, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাও ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এক টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেন, ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতির মাধ্যমে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রাজ্যের বহুমুখী উন্নয়নের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমার শুভ কামনা রইল।

এদিন অন্য এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রাজ্যবাসীর সংস্কৃতি এবং সুহৃদয় জগৎজুড়ে ত্রিপুরাকে প্রশংসিত করেছে। এই রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। আগামীদিনেও একই উদ্দীপনা বজায় থাকুক।

উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীর শুভ কামনা করেছেন। এদিকে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা এক টুইট বার্তায় বলেন, পূর্ণরাজ্য দিবসে ত্রিপুরার ভাই ও বোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিপ্লবকুমার দেবের নেতৃত্বে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে গোলাঘাটি বাজারের সাতটি দোকান ভস্মীভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ জানুয়ারি।। বুধবার রাত আনুমানিক বরোটায় নাগাদ বিধ্বংসি অগ্নিকাণ্ডে পড়ে ছাই হয়ে যায় গোলাঘাটি বাজারের ৭টি দোকান। আগুনের লেলিহান শিখা প্রথমেই নজরে আসে এলাকার কিছু মানুষের।সঙ্গে সঙ্গেই খবর যায় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে।অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা পৌঁছার আগেই স্থানীয় জনগণ এবং ব্যবসায়ীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেও ব্যার্থ হয়।

অন্যান্য দোকানগুলোর মালপত্র রক্ষা করার কাজে হাত লাগায় বাজারে ব্যাবসায়িরা। প্রায় এক ঘন্টা পর মাত্র ৯ কিলোমিটার দূর থেকে দমকল বাহিনী পৌঁছে। এই সময়ে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাজারের সাতটি দোকান। শেষে টাকারজলা এবং বিশ্রামগঞ্জ থেকে অতিরিক্ত দমকলের ইঞ্জিন আসে বাজারে। দমকল কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাজারে অন্যান্য দোকানপাট গুলি রক্ষা পায়। বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা হলেন বেনু দেবনাথ, নারায়ণ দেবনাথ, কৃষ্ণ দেবনাথ, মাধব চন্দ্র ঘোষ, কমল ঘোষ, শ্যামল রায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টের তৈরি করা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করল কৃষক সংগঠনগুলি

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি. স.)।। বিগত ৫৬ দিন ধরে দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে চলেছে কৃষকরা। একাধিকবার কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও কোন রকমের রফাসূত্র বেরিয়ে আসেনি।

এমন পরিস্থিতিতে সুপ্রিমকোর্টের তৈরি করা কমিটি বৃহস্পতিবার কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে। বৃহস্পতিবার পুসা ইনস্টিটিউটে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্যরা। এরা হলেন অনিল ধনবল, কৃষি অর্থনীতিবিদ অশোক গুলাটি এবং প্রমোদকুমার যোশী।

কৃষক সংগঠনগুলিকে কমিটির তরফ থেকে বলা হয় যে আপনারা মন খুলে নিজেদের দাবি দাওয়া রাখুন। কৃষক সংগঠনের প্রস্তাবগুলি এই কমিটির সামনে রাখা হোক। উল্লেখ করা যেতে পারে ২৬ শে জানুয়ারি দিল্লিতে ট্রাক্টর মিছিলের ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলির। ফলে জোরদার করা হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা।

রাইস্যাবাড়িতে ধৃত তিন ঠিকেদারের জামিনে মুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২১ জানুয়ারি।। বুধবার নগদ পনের লক্ষ টাকা সহ তিন সন্দেহ ভাজনকে আটক করে রইস্যাবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন অমিত ভৌমিক, সুমন মজুমদার, অর্জুন দেবনাথ। বৃহস্পতিবার তাদের গন্ডাছড়া এসডিজেএম কোর্টে তেলা হলে বিচারক তাদের জামিনে মুক্তি দেয়।

প্রসঙ্গত, রইস্যাবাড়ি থানার পুলিশ বুধবার বাজার থেকে একটি গাড়িকে আটক করে সন্দেহজনক অবস্থায়। তাদেরে কাছ থেকে নগদ ১৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই ১৫ লক্ষ টাকা জঙ্গীদের চাঁদা দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। ধৃতরা প্রত্যেকেই একটি নির্মাণ সংস্থার ঠিকেদার। তাদের কাছে জঙ্গীরা চাঁদা চেয়েছিল।

কমপোজিট হাসপাতালে করোনার টিকা নিলেন বিএসএফের স্বাস্থ্যকর্মীরা

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.)।। বিএসএফ-এর স্বাস্থ্যকর্মীরা আজ ত্রিপুরায় করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছেন। আগরতলার শালবাগানের সিএপিএফ কমপোজিট হাসপাতালে এই টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার মোট ১০০ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে টিকা দেওয়া হবে।

এ-বিষয়ে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার-এর আইজি সুশান্ত কুমার নাথ বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি গত ১০ মাস ধরে বিশ্বব্যাপী হুমকিস্বরূপ দাঁড়িয়েছে। ভারতও তার প্রভাব থেকে বাঁচতে পারেনি। ত্রিপুরায় আমরা কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছি। তবে আমরা খুশি বিএসএফ কর্মী হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাথে কাঁধে কাঁধ

মিলিয়ে লড়াই করেছি এবং আমাদের রোগীদের সাফল্যের সাথে চিকিৎসা করছি, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

তাঁর দাবি, এখন পর্যন্ত বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার-এর ১,৫৩২ জন সদস্যের করোনার সংক্রমণ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৮২৬ জন রোগীকে কমপোজিট হাসপাতালে এবং বাকি সবাই কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আগরতলার জিবি পন্থ হাসপাতালে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে একজন জওয়ান প্রয়াত হয়েছেন। আইজি বলেন, বিএসএফ সমস্ত কোভিড প্রোটোকল বাস্তবায়নের সাথে কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, বিএসএফ জওয়ান এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে এই কঠিন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন যা সারা দেশে নজির হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিএসএফ ২৪ অ ৭ নিজেদের উৎসর্গ করেছে।

আইজি দাবি করেন, বিএসএফ-এর জওয়ানরা জীবনের প্রতিটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীমন্তপুর আইসিপিতে প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন ঝামেলা কমবে আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরার শ্রীমন্তপুর আইসিপি-তেও শুরু হয়ে গেল প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ছাড় পাওয়া গেলে এনিম্যাল কোয়ারেন্টাইনও শুরু করা যাবে। আজ বৃহস্পতিবার এ-কথা জানালেন আগরতলা ল্যান্ড পোর্টের ম্যানেজার দেবাশিস নন্দি। তাঁর কথায়, আমদানি-রফতানিকারকদের বহুদিনের দাবি আজ পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। এখন বিভিন্ন কৃষিজ সামগ্রী আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে আগরতলায় এসে কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট সংগ্রহের ঝক্কি পোহাতে হবে না।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার বহু কৃষিজ পণ্য আমদানি-রফতানি হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য আসছে এবং ত্রিপুরা থেকে প্রচুর পণ্য বাংলাদেশ পাঠানো হচ্ছে। সেই পণ্যের মাধ্যমে কোনও ধরনের রোগ বহন হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা খুবই প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইনের সুযোগ থাকাও জরুরি। তিনি বলেন, শ্রীমন্তপুর ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন থেকে উন্নীত হয়ে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট হয়েছে। ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া এখন ওই স্থলবন্দরের দায়িত্বে রয়েছে। তাই, প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন চালু করার ব্যবস্থা হয়েছে।

তাঁর কথায়, প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইনের জন্য এলপিআই পরিকাঠামো গঠনে সমস্ত রকম সহায়তা করেছে। ফলে, আজ থেকে শ্রীমন্তপুর আইসিপি-তে প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইনের সুবিধা চালু হয়ে গেছে। তিনি বলেন, বেল, তেতুল, কাঁঠাল, আনারস শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি হচ্ছে। এখন থেকে সেখানেই প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইনের সমস্ত কাগজপত্র তৈরি হবে। তিনি জানান, প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইনের অফিস চালু করার সময় সেখানে কাস্টমস-এর অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার সিন্ধু কুশ উপস্থিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক জায়গায় যান দূর্টনায় হত ২, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর/ উদয়পুর/ আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। সড়র সুরক্ষা সপ্তাহের মাঝেই যান দূর্ঘটনায় প্রাণ হারাল দু'জন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও চারজন। প্রতিটি দূর্ঘটনার পিছনেই বেপরোয়া ভাবে যানবাহন চালানোর বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে।

বৃহস্পতিবার পূর্ত দপ্তরের কর্মচারী বিভাস বড়ুয়া (৪৩) পিতা মৃতু কানু বড়ুয়া বাড়ী কএওনপুর। জম্পুই হিলে ভাইসাম এলাকায়। রোলারের চাপা পড়ে মৃত্যু হয়। আজ বিকাল দুইটায়। এ ব্যাপারে ভাঙমুন থানায় জি ডি এন্টি করা হয়। মৃতদেহটি কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১০৫ ▫ ২২ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ৮ মাঘ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সাংবিধানিক প্রধানও সমালোচনার উর্ধ্বে নন

যে কোন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রধান রাষ্ট্রপতি। নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব। সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং রাজনৈতিক দলের কাছে রাষ্ট্রপতি নমস্য ব্যক্তিত্ব।ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির সম্মান অপরিসীম। সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হইবার পর রাষ্ট্রপতির পূর্ব পরিচয় বিচার্য বিষয় হয় না। রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠিয়া রাষ্ট্রপতিকে কাজ করিতে হয়।রাষ্ট্রপতি যদি সচেতনভাবে কাজ না করেন তাহা হইলে সাংবিধানিক পদ মর্যাদা ক্ষুণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।বর্তমান রাষ্ট্রপতি নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিলেও নানা মহলের সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছেন।রামমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রের সাংবিধানিক প্রধান একটি ধর্মের মন্দির স্থাপনের প্রক্রিয়াটিতে সচেতন ভাবে অংশীদার হইয়াছেন। মন্দিরটিও যে কোনও মন্দির নহে পাঁচ শতাব্দী-প্রাচীন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করিয়া সেই জমিতে স্থাপিত হইতেছে রামমন্দির। স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাউক যে, সন্ন্যাস গ্রহণের সময় যেমন পূর্বাশ্রম সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে হয়, রাষ্ট্রপতির কুর্সিটিও তাহাই দাবি করে। যিনি এক বার দেশের সাংবিধানিক শীর্ষপদে আসীন হইবেন, তাঁহার অতীত থাকিতে পারে না; দেশের সংবিধান ভিন্ন আর কিছুর প্রতি তাঁহার আনুগত্য থাকিতে পারে না; তাঁহার পক্ষপাত থাকিতে পারে না, ঘোষিত কোনও পছন্দ-অপছন্দও থাকিতে পারে না। দেশের রাষ্ট্রপতির পরিচয়টি গ্রহণ করিবার মুহূর্তেই তাঁহার ব্যক্তি-পরিচয় লোপ পায়। ফলে, এই দাবি করিবারও উপায় নাই যে, রামমন্দির নির্মাণকল্পে দানটি রামনাথ কোবিন্দের ব্যক্তিগত, তাহা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর নহে। মন্দির গড়িতে অর্থ দান করিয়া তিনি রাষ্ট্রপতির আসনটিতে কালিমা লেপন করিলেন।রাষ্ট্রপতিকে কেন পূর্বাশ্রম-বিস্মৃত, পক্ষপাতহীন এক সত্তায় উত্তীর্ণ হইতে হয়? তাহার কারণ, তিনি দেশের প্রতিটি মানুষের নেতা, অভিভাবক দেশের প্রতিটি মানুষ তাঁহার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতিফলন দেখেন। ফলে, রাষ্ট্রপতি কোনও অর্থেই কোনও গোষ্ঠীর সহিত ধর্মীয়, ভাষাগত, বা অন্য যে কোনও পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠা গোষ্ঠীর সহিত অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন না। সর্ব গোষ্ঠীর সহিত সমান সম্পর্ক বজায় রাখাও নহে, তাঁহার নিকট সংবিধানের প্রত্যাশা তিনি সকল গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে বিরাজ করিবেন। কথাটি শুধু ভারতেই নহে, গোটা দুনিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ, গণপ্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্বীকৃত।

আমেরিকার সেনেটে ধর্মীয় প্রার্থনার প্রথা বন্ধ হইয়া যায়, কারণ কেহ ধর্মে বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইলে সেই প্রার্থনা তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিবে। ইহাই সভ্যতার শর্ত।প্রকৃত প্রস্তাবে দায়টি বর্তায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার উপর, প্রধানমন্ত্রীর উপর। রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের পরামর্শের দ্বারা চালিত হইবেন, তাহাই নিয়ম। সুতরাং, তিনি মন্দির তহবিলে অর্থ দান করিতে চাহিলে তাঁহাকে নিরস্ত করাই প্রধানমন্ত্রীর কাজ ছিল। তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন নাই। বারণ করা যে তাঁহার দায়িত্ব, প্রধানমন্ত্রী মোদী সেই কথাটি আদৌ উপলব্ধি করিয়াছিলেন কি না, তাহাও প্রশ্ন বটে। এই কথা স্বীকার করিতে হইবে ধর্মম নিরপেক্ষ মানসিকতায় দেশের ঐক্য সংহতি এবং সার্বভৌমত্বকে সমৃদ্ধশালি করিবে। ইহাতে কোন ধরনের ঘাটতি দেখা দিলেবিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদমর্যাদার অধিকারীকেও এসব বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে।

নেতাজীর জন্মদিনকে দেশপ্রেম দিবস পালনের দাবী

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। সমগ্র ভারতের জনগণ মন অধিনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম দিনটিকে দেশ প্রেম দিবস এবং ঐ দিনটিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা দেবার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে ছিলেন নেতাজী জন্ম শতবর্ষ উদ্যাপন কমিটি ত্রিপুরা। কার্যতঃ ঐদিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা না করেই কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী জন্ম দিবসকে ”পরাক্রম দিবস” হিসাবে ঘোষণা করলেন। আমরা-এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারছিনা- কেন্দ্রের কাছে দাবি করছি নেতাজী জন্ম দিবসকে দেশপ্রেম দিবস” হিসাবে ঘোষণা করা এবং ঐ দিনটিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হোক। আমরা ঐদিনটিকে দেশ প্রেম দিবস হিসাবেই পালন করব এবং সর্বসাধারণের কাছে আবেদন রাখছি নেতাজী জন্ম দিবসকে দেশ প্রেম দিবস হিসাবে পালন করুণ। নেতাজী জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি ত্রিপুরা এর সাধারণ সম্পাদক ড: ব্রজগোপাল রায় এক প্রেম বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পশ্চিম জেলায় ৬৮.১০ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সড়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে চলতি অর্থবর্ষে পশ্চিম জেলার ৬৮.১০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে ৩৯ কোটি১৪ লক্ষ ৩২ হাজার ২৯০ টাকা ব্যয় হবে। ইতিমধ্যেই ৩১.৯০ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই কর্মসূচিতে প্রতাপগড় আর সি সি ব্রীজ থেকে তুলাকোনা হয়ে যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশন পর্যন্ত ১০.৫০ কিমিঃ সড়ক, আগরতলার ড্রপগেইট থেকে কেম্পেরবাজারস্থিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত রোডের ৮৯ নং গেইট পর্যন্ত ৪ কিমিঃ সড়ক, আগরতলা অভয়নগর কাটাখালের ওভারব্রীজ থেকে জি বি বাজার পর্যন্ত ৩ কিমিঃ সড়ক, বিমানবন্দর থেকে দুর্গাবাড়ী চা-বাগান হয়ে পি টি সি পর্যন্ত ৫.৪ কিমিঃ সড়ক, চন্দনখলা থেকে ঊষাবাজার পর্যন্ত ৪.৯ কিমিঃ সড়ক এবং ড্রপ গেইট থেকে আমতলী বাইপাস পর্যন্ত ৪.১ কিমিঃ সড়ক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে জিরানীয়া মোটরস্ট্যাণ্ড থেকে বেলবাড়ি হয়ে খুমুলুঙ পর্যন্ত ৭.৫০ কিমিঃ সড়ক, শালবাগান থেকে বণিক্য চৌমুহনী হয়ে খয়েরপুর পর্যন্ত ১০.৫০ কিমিঃ সড়ক, খোয়াই চৌমুহনী থেকে ব্রহ্ম কুণ্ড হয়ে সিমনা পর্যন্ত ১৯ কিমিঃ সড়ক এবং আগরতলা ফায়ারব্রিগেড চৌমুহনী থেকে দুর্গাচৌমুহনী হয়ে ভি আই পি রোড পর্যন্ত ৫.২ কিমিঃ সড়কের উন্নয়নের কাজ চলছে। পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক উন্নয়ন আগরতলা ডিভিশন থেকে সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিলোনীয়ায় পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিদ্যাপীঠ সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে আজ জেলাভিত্তিক পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পূর্ণিমা দেব। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ত্রিপুরার পূর্ণরাজ্যে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপট এবং বর্তমানে রাজ্যের উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেন। আলোচনাচক্রের শেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্ক’ত করা হয়।

নেতাজী দিয়েছে ঘুমভাঙানীর বাঁক

।।প্রদীপ চক্রবর্তী।।

এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব , যে ব্যক্তিত্বের অন্তর্ধানকে এখনো আমরা মেনেই নিতে পারিনি।পারব ও না হয়ত কোনদিন।সেই এলগিন রোগের বাড়ী থেকে অন্তর্ধান হলেন ,তার কবছর বাদেই আবার নিঁখোজ তিনি।বিদেশে বসেই তিনি ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন।

রাসবিহারী বোসের পরামর্শে সুভাষ চলতে শুরু করেন, অন্তহীন ভাবনায় তিনি দিনরাত একাকার করে দিতে থাকেন।ভাবনা আর স্বপ্ন কিসের?স্বপ্ন ও লক্ষ্য ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন।একি সম্ভব?সব ই সম্ভব।বলি যখন সমস্যা, সংকট তখন ই তিনি শরনাপন্ন হন বিবেকানন্দের।কেননা, সুভাষের বিশ্বাস নরেনই তাকে পথ দেখাবেন।ঠিক ই তো সুভাষ বহুবার বলেছেন, লিখেছেন বিবেকানন্দ কে হঠাৎ করে জানা যাবে না, তাঁকে বুঝতে হলে আগে নিবেদিতা কে জানতে হবে, তবেই বিবেকানন্দকে জানা যাবে।নিবেদিতা ছাড়া বিবেকানন্দ কে বোঝার কোন উপায় নেই।

সুভাষের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

শৈশব থেকেই সুভাষ খুঁজে বেড়িয়েছেন যে তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।এই সেই সুভাষ,আমাদের নেতাজী যিনি সুদীর্ঘ পনের বছর ধরে গঙ্গার বুকে সাঁতার কেটেছেন,শুধু খুঁজে বেড়িয়েছেন এক আদর্শকে।হঠাৎ করেই বিবেকানন্দ হাজির সুভাষের সামনে।মানে সুভাষ খুঁজে পেলেন বিবেকানন্দের আদর্শকে।ফুরফুরে হয়ে উঠল সুভাষের জীবন।সুভাষ নিজে কি বলেছেন তা শুনে নিন।সুভাষ বলল আমাদের 'আমি যখন আদর্শের জন্য নানা বইর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি তখন হঠাৎ করেই স্বামিজী এলেন আমার জীবনে।ব্যস শেষ হয়ে গেল আদর্শের সন্ধানে পথ চলা। কেননা আমি যা খুঁজে চলছিলাম তা পেয়ে গেলাম।

বিবেকানন্দ কে পেতেই সুভাষ চলতে শুরু করলেন। ঠিক করে নিলেন তাঁর চলার পথ।

সুভাষ নিজেই বলেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি আঁকড়ে ছিলাম স্বামিজীকে। যখন ই কোন সমস্যা,বাধা বিঘ্ন তখন সুভাষ টেনে নিতেন স্বামীজীর বই।পেয়ে যেতেন সমস্যা সমাধানের পথ।

এটাই তো স্বামিজী।অন্তরের ডাকে তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। ।তাঁকে ডাকলে তিনি নিজেই এসে ধরা দিতেন।

প্রসঙ্গ আধ্যাত্মিকা নয়। এ তো নেতাজী ও বিবেকানন্দের কথা।এঁরা দুজনেই বাংলার।দুজন ই দৃঢ়চেতা ছিলেন।

দুজনের পথ ছিল ভিন্ন যদিও মৌলিকতার দিক থেকে অভিন্ন। একজন হাতে তুলে নিলেন তাঁর দেশমাতৃকাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে।তিন বছর তিনি ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে দেখেছেন।কখনো পায়ে হেঁটে , কখনো ট্রেনে।সব রকম মানুষের সঙ্গে তিনি মিশেছেন।রাজপ্রাসাদে থেকেছেন,আবার গরীবের কুটিরে ও রাত কাটিয়েছেন।তিনি দেখেছেন ধনীদের মধ্যে অন্তরের ক্ষুদ্রতা, তেমনি গরীবের প্রসারতা।দেখেছেন প্রেম,ক্ষমা, উদারতা আবার প্রত্যক্ষ করেছেন স্বার্থপরতা,নিষ্ঠুরতা,কুটিলতা।

কিন্তু সব মিলিয়ে ভারতকে এক অসাধারন দেশ বলে দেখেছেন।প্রেম,প্রীতি,সত্যের জন্য মুহূর্তে সব কিছু ত্যাগ করা, সাহস ,চিন্তার উচ্চতা,আর অনুভূতির গভীরতা পৃথিবীর আর কোন দেশেই নেই। তিনি বেছে নিয়েছিলেন বেদান্তকে। তাঁর শিকাগোর ভাষনে তাক লেগেছিল গোটা দুনিয়া।এখনো তা প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে।তিনি জগৎকে শিখিয়েছেন আর্তের সেবা।তাইতো ভারত ছুটছে শিবজ্ঞানে জীবসেবার লক্ষ্য নিয়ে।তিনিই বলেছিলেন দেশমাতৃকার শেকল মুক্ত করার জন্য।বলেছিলেন গীতা,চন্ডী ছেড়ে ফুটবল খেল।

বাংলাদেশে পনের দিনের সফর স্বাধীনতা আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল।তাঁর ভাষণে অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ঝুঁকে ছিলেন।এদের মধ্যে অন্যতম হেম চন্দ্র ঘোষ।বাংলাদেশ রামকৃস্ম মিশন প্রধান স্বামী পূর্নাত্মানন্দ উনার সাথে কথা বলেছেন অন্ততঃ পাঁচদিন।এই সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বইতে।

এলগিন রোডের সুভাষ চন্দ্র বসু কি ভাবে নেতাজী হয়ে উঠলেন তা আমাদের জানা প্রয়োজন।বলা বাহুল্য এই দেশে তিনজন আজো লক্ষ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে রয়েছেন।এরা হলেন বাপুজী,স্বামিজী এবং নেতাজী।এদের সবাই এক নামে ,ডাকে চেনেন।

স্বাধীনতার এতগুলি বছরের পর ও কিন্তু দেশবাসী বিমান দূর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর তত্ব মানতে নারাজ।আজ ও বিমান দূর্ঘটনায় মৃত্যু কেউ বিশ্বাস করতে রাজী নয়।

সুভাষের অন্তর্ধান ছিল নাটকীয়, তেমনি নাটকীয় সিঙ্গাপুরে পৌঁছে রেডিওতে তাঁর ভাষন।তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।এই উদাত্ত আহ্বান সবাইকে আজো শিহরিত করে তুলে।

মহাত্মা গান্ধী,জহর লাল নেহেরু প্রত্যেকের সাথেই লড়াই র রনকৌশল নিয়ে সুভাষের বিরোধ লেগেই ছিল।ইংরেজদের সাথে বারবার আলোচনা,হিংসাহীন প্রতিবাদে যে স্বাধীনতা আসবে না তা বারবার যুক্তিদিয়ে বুঝিয়েছেন সুভাষ। কিন্তু তাঁর যুক্তি তো ওরা মানতেই নারাজ।

বৃটিশের সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসবে না তা বুঝতে দেরী হয়নি সুভাষের।তাঁর অকাট্য যুক্তিছিল স্বাধীনতা হল এক শক্তির উন্মেষ।এ সম্পর্কে যুবসমাজকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

নিজেকে অক্ষত রেখে স্বাধীনতা আসবে না ,এ কথা সুভাষ নিজে বুঝেছেন,অন্যদের ও বুঝিয়েছেন। স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন আত্মবলিদান।এর জন্য মানসিকতা তৈরী করতেই হবে। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য হিংসার আশ্রয় নেয়া অন্যায় নয়।

সংকীর্ন জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই পছন্দ করতেন না।বেশ কিছু প্রবন্ধে সেসবের উল্লেখ রয়েছে বলে আমরা জানি।

সুভাষ যে জাতীয়তাবোধের কথা বলতেন তাতে কমিউনিস্টরা সংকীর্নতার তকমা লাগাতে সচেষ্ট ছিল।কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতো করেননি বরং এই অপচেষ্টার বিরোধীতা করেছেন।বিরোধীতা করেছেন কাগজ কলমে শব্দের বুকে অক্ষরের ছবি এঁকে।বলা যেতেই পারে বা ইতিহাস বলে সুভাষের জাতীয়তাবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন যে জাতীয়তাবাদ বিশ্বের সকলের মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলে, যেজাতীয়তাবাদ অন্যজাতিকে সম মর্যাদার দিতে চায় তা কখনো সংকীর্ন। হতেই পারে না।

বলা হয়ে থাকে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সময় রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদকেই আঁধার করেছিলেন সুভাষ।

সুভাষ বিশ্বাস করতেন ভারতমাতা র সন্তান তিনি।আত্ম বলিদানের জন্য ই তাঁর দীপ্ততা।মূলতঃ এই কারনেই তাঁর মধ্যে ভয়ডর বলতে কিছুই ছিল না।প্রচন্ড ঝুঁকি নিতে পারতেন তিনি।জীবনে ঝুঁকিও নিয়েছেন বিস্তর।এই যে এলগীন রোগের বাসভবন থেকে নানা সময় নানা বেশে সিঙ্গাপুরে অন্তর্ধান ছিল বড্ড ঝুঁকি।সুভাষ বলতেন দেশমাত।কাকে ইংরেজদের নাগপাশ থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তার বিশ্রাম নেই।

আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন গঠন হচ্ছে তখন ভারতের ভাইসরয় ছিল ওয়াভেল।

পরবর্তী সময় তিনি এক রিপোর্টে বৃটিশ সরকারকে জানিয়েছিলেন নেতাজী যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে বলপ্রয়োগ করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়।

নিজের উপর অসম্ভব আত্মবিশ্বাস ছিল সুভাষের।একারনেই পরিকাঠামো ছাড়াই দিল্লী চলো ডাক দিয়েছিলেন।

এ ডাঁকে আজো শিহরিত হয় ভারতবাসী।আসলে নিজের উপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিল সুভাষ চন্দ্র বসু।এই আত্মবিশ্বাসে ভর করেই শুরু করেন দিল্লী চলো অভিযান।মনিপুরের মাইরুং এ এসে যার যবনিকা ঘটে।

নেতাজী সুভাষ বসুর জীবনটাই রহস্যে ঘেরা।অন্যথায় তাইহোকু দূর্ঘটনা তত্ব কেন আজো ভারতবাসী মেনে নিতে পারছে না?

আর আমরা? শুধু জন্মদিন পালনেই সব দায়িত্ব শেষ করি।কিন্তু নেতাজীর অসমাপ্ত কাজে হাত দেয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। দেশ তো স্বাধীন হয়েছে অনেক বছর আগেই।

যদি প্রশ্ন করি নিজের কাছে , আমরা কি পেলাম?হ্যাঁ পেয়েছি অনেক কিছু কিন্তু না পাওয়ার তালিকাটা নেহাৎ কম নয়।কেন হবে এমনটা?

আমাদের পরে তো অনেক দেশ স্বাধীন হয়েছে,উন্নতি হয়েছে অনেক অনেক।তবে আমাদের না পাওয়ার তালিকা কেন দীর্ঘ। এখন সময় ভাবনা , চিন্তার।এ যেমনচিন্তা ভাবনা করবে রাষ্ট্র নায়করা,তেমনি আমাদের যেমন ভাবতে হবে তেমনি রুপায়নে দায়িত্ব পালন করতে হবে।এটাই দেশ সেবা।আজ আমাদের এসব নিয়ে ভাবতে হবে।ভেবেছি অনেক,এখন কাজের সময়।সামনে প্রচুর কাজ।এখন গড়তেই হবে আত্মনির্ভর ভারত।

ক্রিকেটের ২২ গজ যখন রাষ্ট্র নির্মাণের অনুপ্রেরণা

শুভঙ্কর দাস

অনেক সময় ক্রিকেটের ২২ গজ জীবনের রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়। জয়-পরাজয় এবং রাষ্ট্রীয় গর্বের ঊর্ধ্বে জীবন যুদ্ধে হার না মানা মানসিকতা গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা দেয় টেস্ট ক্রিকেট। অস্ট্রেলিয়ার গাব্বায় ভারতের ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয় সেই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তৃতীয় বিশ্বে জন্ম নেওয়া ছাপোষা ঘরের ছেলে- মেয়েদের কাছে প্রতিনিয়ত জীবন প্রতিকূলতায় ভরা পথ বিছিয়ে রেখে দেয়। ফলে নিরন্তন লড়াই ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে আদর্শ হয়ে উঠতে পারেন পুজারা, ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দুল ঠাকুর, মহম্মদ সিরাজ, ঋষভ পন্থরা। গাব্বায় ভারতের টেস্ট জয়ের মুহূর্তকে ব্যক্ত করতে গিয়ে কিংবদন্তি ক্রিকেট তারকা সুনীল গাভাস্কার ” ম্যাজিক্যাল মোমেন্ট ” বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু সেই জাদুময় মুহূর্ত গড়ে তোলার পেছনে কোনো অলৌকিকতা ছিল না। ছিল নিখাদ পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, দায়বদ্ধতা এবং কষ্ট সহ্য করার তীব্রতম মানসিকতা।

গাব্বার টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে লাল বলে মিচেল স্টার্ক, জস হেজলউড এবং প্যাট কামিন্স যখন আগুন বর্ষণ করছেন। তখন দাঁত চেপে তীব্রতম যন্ত্রণা সহ্য করে লড়াই করে চলেছেন বহু যুদ্ধের সংগ্রামী সৈনিক চেতেশ্বর পুজারা। ৭১ বলে ৮ রানে যখন পুজারা ব্যাট করছেন ঠিক সেই সময় ঘন্টায় ১৪১.৩ কিলোমিটার বেগে প্যাট কামিন্সের আগুন ঝরানো ডেলিভারি তার শরীরে আঘাত হানছে। কখনো মাথা তো কখনো কাঁধ, বুক, কব্জি, হাতে দ্রুতগতিতে আসা বল আঘাত করছে। ১৭৫ বলে যখন ২৬ রানে ব্যাট করছেন পুজারা সেই সময় একটা বল তার হাতে এমন ভাবে লাগে যে ব্যথায় ছটফট করতে করতে মাটিতে শুয়ে পড়েন তিনি। তারপরও উঠে দাঁড়িয়ে এক অসম লড়াই তিনি চালিয়ে যান। দ্রুতগতিতে আসা বলের দাপটে তার হেলমেটের গার্ডও ভেঙে পড়ে। তবুও মরণপণ লড়াই চালিয়ে যায় পুজারা। উইকেটে যেকোনো মূল্যে টিকে থাকতে হবে। লড়াইয়ের ময়দানে ছাড়লে চলবে না। হাল ছেড়ে দিলে শুধু উইকেট নয় হারও নিশ্চিত। এতো প্রতিকূলতার মধ্যে তার লড়াকু অর্ধশতরান ভারতের জয়ের ভিতকে গড়ে দেয়। পুজারার এই চোয়াল চাপা লড়াই আমাদেরকেও শিখিয়ে যায় যে আঘাত যতই গুরুতর হোক, দুঃখের আকাশ যতই মাথার উপর ভেঙে পড়ুক তবুও এগিয়ে যেতে হবে ধৈর্য ধরে। হাল ছেড়ে দিলে, পিছিয়ে পড়লে চলবে না। প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে হবে।

ভারত এমন একটা দেশ যেখানে নায়ক বন্দনা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। ক্রিকেটের ময়দান হোক বা রাজনীতির মঞ্চ এমনকি চলচ্চিত্রের ৭০ এমএম স্ক্রিনে ভারতীয়রা নায়ককে সমীহ করে চলতে ভালোবাসে। প্রত্যেক ভারতীয়ই স্বপ্ন দেখে এমন একজন আসবে যে সকল দুঃখ-শোক ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের সিরিজ জয় দেখিয়ে দিল দলের মধ্যে সংঘবদ্ধ শক্তিই পারে প্রতিকূলতাকে জয় করতে। অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতে।

গোটা সিরিজে ভারতের প্রতিটা খেলোয়াড়ই প্রকৃত যোদ্ধার মতন লড়াই করে গিয়েছে। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের অদমনীয় ব্যাটিং হোক বা আগ্রাসী অস্ট্রেলীয় দর্শকদের তীব্র কুকথাকে জব্দ করে মহম্মদ সিরাজের এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট হোক। প্রতিটা প্রচেষ্টায় নিরন্তর সংগ্রামের দায়বদ্ধতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। গাব্বায় প্রথম ইনিংসে শার্দুল ঠাকুর ও ওয়াশিংটন সুন্দরের ১২৩ রানের পার্টনারশিপ, বিকল্প খেলোয়াড় হিসেবে সিডনি টেস্টে মাঠে নেমে ঋদ্ধিমান সাহার অসাধারণ কয়েকটি ক্যাচ, দ্বিতীয় টেস্টে অজিঙ্কা রাহানের শতরান। সবদিক দিয়েই যেন এক দায়বদ্ধতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান ভারতীয় সমাজে একান্তভাবে প্রয়োজন সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করে যাওয়ার মানসিকতা। দায়বদ্ধতার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করা। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং মানুষের প্রতি মানবিক মর্যাদা বোধ মেনে চলা। আসলে ব্যক্তিগত সাফল্য ব্যাংক ব্যালেন্সকে মোটা করতে পারে। ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসে বহুতল অট্টালিকা হতে পারে। কিন্তু দেশ বা জাতির মানবকল্যাণে কোনো অর্থই এগুলো বহন করে না। সেখানে প্রয়োজন দায়বন্ধতা, অঙ্গীকার, কর্তব্যের প্রতি অবিচল থাকা, নির্ভীকভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া। এমনটা করতে পারলে দেশে কোনও অনহার থাকবে না, বঞ্চনা ও শোষণ নির্মূল হবে। শুধুমাত্র পাকিস্তান ও চিন নয় পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও সবদিক থেকে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা ভারতের তৈরি হবে। শুভমান গিল যেমনভাবে প্রচলিত ক্রিকেটীয় কৌশলের পাশাপাশি একান্ত নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করে আগ্রাসী অস্ট্রেলীয় বোলিংকে দুরমুশ করে পুল, হুক, কভার ড্রাইভ, স্কোয়ার কাট দিয়ে পাল্টা লড়াই করেছিলেন ঠিক সেইভাবে দেশের প্রতিটা নাগরিকের মধ্যে সে উদ্দীপনা বিকশিত হোক নতুন পথকে খুঁজে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ময়ক সংস্থা বিসিসিআই যেভাবে আন্তর্জাতিক মানের ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি গড়ে তুলেছে। ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রকম শিক্ষা, স্বাস্থ্যে এ ধরনের বিশ্বমানের পরিষেবা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির দায়িত্বে রয়েছেন কিংবদন্তি প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড়। তিনি যে বিশ্বমানের ছোঁয়া এই একাডেমিতে আনতে পেরেছেন তা আজ ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে আসাটা একান্ত প্রয়োজন। যাতে করে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পরিবেশ, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও গবেষণায় সংঘবদ্ধভাবে ইঁদুর দৌড়ে না গিয়ে হাতে হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারি অনেকটা ঠিক রাহানের অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ী ভারতীয় দলের মত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ভারতীয় জনতা পার্টির সদর শহর জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলনের। ছবি- নিজস্ব।

কালাইন এইচএস স্কুল এবং এসআর কলেজে এনসিসি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলে ব্যাপক উৎসাহ

কালাইন (অসম), ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : অবশেষে কাছাড় জেলার কালাইন এইচএস স্কুল এবং এসআর কলেজে এনসিসি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল। বৃহস্পতিবার কালাইন এইচএস স্কুলে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বিশেষ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান অতিথি দক্ষিণ অসম ও মিজোরামের এনসিসি গ্রুপ কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সেনা মেডেল প্রমিত সাক্সেনা, কমান্ডিং অফিসার কর্নেল বিকাশ কাটোচ, কাটিগড়ার সার্কল ম্যাজিস্ট্রেট প্রাণজিৎ দেব, কালাইন এইচএস স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুশান্ত নাথ, কলেজের অধ্যক্ষ বিজিৎ গোস্বামী সহ বিশিষ্টজনেরা।

অধ্যক্ষ সিরাজুল আম্বিয়া এবং বিজিত গোস্বামীর হাতে এনসিসি ফ্ল্যাগ এবং অনুমোদনপত্র তুলে দেন ব্রিগেডিয়ার প্রমিত সাক্সেনা। এনসিসির কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কর্নেল কেএস কুন্ডল। তিনি বলেন, ১৯৪৮ সালের ১৬ জুলাই থেকে দেশে স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনার প্রশিক্ষণের আদলে বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশিক্ষণপর্ব চলে আসছে। ১৯৫৭ সাল থেকে মূলত দেশের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় পরিত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধতা, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নিয়মানুবর্তিতার নিরিখে নেতৃত্ব প্রদান ও মানবসম্পদ তৈরি তথা দেশের সেবায় এগিয়ে আসার মানসিকতা পোষণ করে সুষ্ঠু জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় বলে জানান কর্নেল কেএস কুণ্ডল।

এছাড়া সুষ্ঠু শরীর গঠনকল্পে অ্যাডভেঞ্চার, রক ক্লাইম্বিং, রক রেপলিং ট্রেনিং প্রদান করা হয় এনসিসি ভলান্টিয়ারদের। স্কুল পর্যায়ে জুনিওর ডিভিশনে দুই বছরের প্রশিক্ষণপর্ব সম্পন্ন হলে 'এ' ক্যাটাগরির সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। কলেজ পর্যায়ে সিনিওর ডিভিশনের দু বছরের প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের 'সি' ক্যাটাগরির সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়া ভালো পারফরমেন্স প্রদর্শনকারী ভলান্টিয়ারদের দেশের বাইরে মোট ১৯টি রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক ইয়ুথ এক্সচ্যাঞ্জ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে এনসিসি ভলান্টিয়ারদের, জানান কর্নেল কুণ্ডল। তিনি আরও বলেন, সিআইএসএফ, এসএসবি, সিআরপিএফ, বিএসএফ প্রভৃতি আধাসামরিক বাহিনীতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে 'এ' ক্যাটাগরির সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের জন্য ৬৪টি পদ সংরক্ষিত থাকে। একইভাবে 'সি' ক্যাটাগরির সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত যুবক যুবতীদের জন্য ৩২টি পদ সংরক্ষিত থাকে। এনসিসি কার্যক্রমের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও শক্তিশালী সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালনে সফল হন এনসিসি ভলান্টিয়াররা। এজন্যই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ তথা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ বৃত্তিমূলক অনুদানের সুবিধা রয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্রিগেডিয়ার সেনা মেডেল প্রমিথ সেক্সেনা বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দু-বছর পর ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেনা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এনসিসি কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে শুরু হয়। সে-থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় সফলভাবে এনসিসি কার্যক্রম চলে আসছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আসার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এনসিসি কার্যসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে সরকারি সুবিধা উপভোগ করতে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানান ব্রিগেডিয়ার প্রমিত সেক্সেনা। পরে কালাইন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ফিতা কেটে এনসিসি কক্ষের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ব্রিগেডিয়ার প্রমিত সেক্সেনা। বিদ্যালয়ের মাঠে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এনসিসি আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসআর কলেজের পরিচালন কমিটির সভাপতি নারায়ণ মজুমদার, এনসিসি ৩ নম্বর আসাম ব্যাটালিয়নের কর্নেল বিকাশ কাটুস, প্রশাসনিক অফিসার কর্নেল কেএস কুণ্ডল, সুবেদার মেজর বিবি গুড়ুম, সুবেদার ভুপেন্দ্র সিং, সুবেদার গোপাললাল মিনা, এনসিসি শিলচর কার্যালয়ের সিনিওর অ্যাসিস্টেন্ট পিযূষ পাল, কালাইন গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, অভিভাবক ধীরেন বৈষ্ণব প্রমুখ।

কালাইন এইচএস স্কুলে এনসিসি কার্যক্রমে সিটিও (ক্যায়ার টেকিং অফিসার) মনোনীত হয়েছেন শিক্ষক দীপক ওরাং এবং এসআর কলেজে সিটিও মনোনীত হয়েছেন শিক্ষক ইমদাদুর রহমান। উল্লেখ্য, ওই অনুষ্ঠান গত ১৯ জানুয়ারি সূচনা হওয়ার কথা থাকলেও অপরিহার্য কারণবশত তারিখ পিছিয়ে বৃহস্পতিবার ২১ জানুয়ারি কালাইনের দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনসিসি-র ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা হওয়ায় ছাত্রছাত্রী তথা অভিভাবক মহলে ব্যাপক খুশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা ও আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন শিক্ষক রঞ্জিত কুমার দাস এবং অরূপ দাস। সত্যরঞ্জন কলেজের অধ্যক্ষ বিজিত গোস্বামী ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন। পরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

কালিগঞ্জের মন্দিরে গোমাংস, হুমকি সংবলিত চিরকুট 'মন্দির অন্যত্র সরিয়ে নাও নইলে গোমাংস ভক্ষণ করো', উত্তেজনা, বসেছে পুলিশ পিকেট

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কালিগঞ্জে সন্ন্যাসীবাবার মন্দির চত্বরের বিভিন্ন স্থানে গোমাংসের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে কয়েকটি চিরকুটে হুমকি সংবলিত লেখা 'মন্দির অন্যত্র সরিয়ে নাও নইলে গোমাংস ভক্ষণ করো'। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে করিমগঞ্জ শহরের পার্শবর্তী বৃহত্তর কালিগঞ্জ এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গোমাংস রেখে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করার পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের আস্থা ও বিশ্বাসকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে একটি দুষ্টচক্র। মন্দির অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার লিখিত হুমকি দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ তুলেন। পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মায়াঙ্ককুমার ঝা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সুপারের নির্দেশে এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট।

রাতের আঁধারে দুষ্কৃতীরা গোমাংস মন্দিরের ভিতরে রাখার পাশাপাশি মন্দির অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে তিন তিনটি চিরকুট নাটমন্দিরে রেখে গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে দলবল নিয়ে ছুটে যান ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) সুধন্য শুক্লবৈদ্য, সদর থানার ওসি ভোলারাম তেরন, কালিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ প্রদ্যুৎ নাথ। ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) সুধন্য শুক্লবৈদ্য, সদর থানার ওসি এবং স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দিনভর দফায় দফায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীর সঙ্গে আলোচনা করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিফল হন। উত্তপ্ত পরিস্থিতির খবর পেয়ে বিকেলের দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হন পুলিশ সুপার মায়াঙ্ককুমার ঝা স্বয়ং। সংঘটিত এই জঘন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের শীঘ্রই গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

কালিগঞ্জ অঞ্চলের চণ্ডীদাস গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন সন্ন্যাসীবাবার মন্দিরের নাটমন্দির সহ বিভিন্ন স্থানে বুধবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা গোমাংস রেখে চলে যায়। একই সঙ্গে 'মন্দির অন্যত্র সরিয়ে নাও, অন্যথায় গোমাংস ভক্ষণ করো' এমন হুমকি দিয়ে তিন তিনটি চিরকুট নাটমন্দিরে ফেলে রেখে গা ঢাকা দেয় দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার ভোরে গ্রামের ধর্মপরায়ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন প্রতিদিনের মতো মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁদের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায়। তাঁরা দেখেন, মন্দিরের নাটমন্দির সহ বিভিন্ন স্থানে তাজা রক্ত পড়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে দেখতে পান মন্দির চত্বরের চারিদিকে বড় বড় মাংসের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁদের আর বুঝতে বাকি থাকেনি যে, এগুলো গোমাংসের টুকরো। পাশাপাশি তাঁরা এ-ও দেখতে পান, নাটমন্দিরের মেঝেতে কয়েকটি কাগজের টুকরো পড়ে রয়েছে। কাগজের টুকরোগুলোতে কিছু লেখাও রয়েছে। কৌতূহলবশত কাগজের টুকরো অর্থাৎ চিরকুটগুলো হাতে নিয়ে তাঁরা যা দেখতে পান তা হলো মন্দির অন্যত্র সরিয়ে নাও, নইলে গোমাংস ভক্ষণ করো।

একদিকে মন্দিরে ছড়িয়ে রয়েছে তাজা রক্তমাখা গোমাংসের টুকরো, আর অন্যদিকে হুমকিস্বরূপ চিরকুটের লেখা দেখে গ্রামে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ সপ্তমে পৌঁছে। অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঘটনাটি দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ততক্ষণে সামাজিক গণমাধ্যমেও খবরটি ছবি সহ দ্রুতগতিতে ভাইরাল হতে থাকে। খবর পেয়ে বিভিন্ন এলাকার মানুষ ঘটনাস্থলে গিয়ে জড়ো হতে শুরু করেন। পরিস্থিতিও ধীরে ধীরে সরগরম হতে থাকে। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ বাহিনী। পুলিশ গোমাংস এবং চিরকুটগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য খবর পেয়েই সকালবেলা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি চণ্ডীদাস গ্রামের মুষ্টিমেয় অসহায় হিন্দু পরিবারগুলোর জানমালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি। এদিকে পুলিশ সুপার মায়াঙ্ককুমার ঝা বিকালবেলা চণ্ডীদাস গ্রামের প্রাচীন সন্ন্যাসীবাবার মন্দিরে গিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এসপির নির্দেশে মন্দির প্রাঙ্গণে বসানো হয় পুলিশ পিকেট। গ্রামের প্রবীণ নাগরিক বারীন্দ্র দাস, সুনন্দ দাস, সুজিত দাস এবং রঞ্জিত দাসরা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ করে জানান, চণ্ডীদাস গ্রামে হাতেগোনা কয়েকটি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার রয়েছে। এঁদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার জন্য একটি দুষ্টচক্র পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে চলছে। প্রতিদিন রাতে গ্রামের লোকজনের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি গ্রামের কৃষি জমির ফলন্ত ফসলে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে দুষ্কৃতীরা কয়েক বিঘা ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। এমন-কি গত দুর্গোপূজার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত করে গ্রামের লোকজনদের মেরে ফেলারও চক্রান্ত করা হয়েছিল। স্থানীয় ভিন সম্প্রদায়ের জনৈক প্রভাবশালী এপ্রাক্তন শিক্ষক গ্রামের বারীন্দ্র দাসের প্রায় বারো বিঘা জমি জবর দখল করে ফিশারি খনন করে ফেলেছে বলেও গ্রামবাসীরা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ করেন।

কিছুদিন আগে দুষ্কৃতীরা গ্রামের এক বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছিল বলেও অভিযোগ করেছেন তাঁরা। এছাড়া রাস্তাঘাটে চলাচল করতে তাঁদের প্রতিনিয়ত ভিন সমর্লদায়ের একশ্রেণির দুষ্কৃতীর আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলেও গ্রামবাসীরা এসপির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অসহায় গ্রামবাসীদের হাহাকার শুনে এসপি চণ্ডীদাস গ্রামে একটি অস্থায়ী পুলিশ পিকেট বসানোর নির্দেশ দেন সদর থানার ওসিকে। চণ্ডীদাস গ্রামে সংগঠিত এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিজেপি সহ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।

অসম সরকারের 'রিপাবলিক ডে জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড' পাচ্ছেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক অতীন দাশ

শিলচর (অসম), ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী প্রজাতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারিতে অসম সরকারের 'রিপাবলিক ডে জার্নালিজম অ্যায়ার্ড ২০২১' পাচ্ছেন বরাক উপত্যকার বর্ষীয়ান কবি, লেখক, সাংবাদিক অতীন দাশ। রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের অধিকর্তা অনুপম চৌধুরী এ ব্যাপারে আজ এক চিঠির মাধ্যমে ২০২১ সালের রিপাবলিক ডে জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডের জন্য তিনি মনোনীত হয়েছেন বলে অতীন দাশের কাছে সরকারি চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে ২৬ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠেয় কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে এসে পুরস্কারটি গ্রহণের জন্য অতীন দাশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

২১ জানুয়ারি ইস্যুকৃত বিভাগীয় চিঠিতে আগামী ২৬ জানুয়ারি গুয়াহাটির খানাপাড়ায় ভেটেরিনারি ময়দানে রাজ্যস্তরে আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অতীন দাশকে পুরস্কার গ্রহণের অনুরোধ জানান অধিকর্তা অনুপম চৌধুরী। এছাড়া তথ্য ও জনসংযোগের এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, 'রিপাবলিক ডে জার্নালিজম অ্যায়ার্ড ২০২১' হিসেবে অতীন দাশের হাতে তুলে দেওয়া হবে এক লক্ষ টাকা, প্রশস্তিপত্র, স্মারক, অঙ্গবস্ত্র, একটি শরাই এবং গামোছা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬২ সালে জাতীয় স্তরের একটি দৈনিক কাগজে স্ট্রিঞ্জার হিসেবে সাংবাদিকতার জীবন শুরু করে ১৯৬৬ সালে শিলচর থেকে 'বরাক' শীর্ষক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন অতীন দাশ। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনিই। এছাড়া ১৯৭০ সাল থেকে 'সাপ্তাহিক যুগশঙ্খ'-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দৈনিক যুগশঙ্খ'-এর সম্পাদক, ২০১২ সালে এক বছর দৈনিক সংবাদ লহরি'-র প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ সব ছাড়াও তিনি মালাবার হেরল্ড, দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, আসাম এক্সপ্রেস, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, নবভারত এবং সত্যযুগ-এর সংবাদদাতা, আলোক, অরুণোদয় এবং দৈনিক গতি-র সহযোগী সম্পাদক হিসেবেও কার্যনির্বাহ করেছেন প্রথিতযশা সাংবাদিক শিলচরের বাসিন্দা অতীন দাশ।

অতীন দাশ একজন কবি এবং লেখকও। ৫০-এর বেশি বই তিনি লিখেছেন। এছাড়া অতীন দাশের সম্পাদনায় অসংখ্য কবিতা ও গল্পের পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। একজন স্তম্ভলেখক হিসেবে দেশ তথা বিদেশেও সুনাম রয়েছে তাঁর। শিলচর প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা অতীন দাশ এখনও নিয়মিত প্রবন্ধ রচনা করেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কর্তৃক আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে সাম্প্রতিককালের নানা বিষয়ের ওপর নিজস্ব বলিষ্ঠ মতামত তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করে থাকেন।

বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে রাষ্ট্রের কল্যাণে গঠনমূলক রচনা ও প্রাসঙ্গিক লেখনীর লাগাতার প্রকাশনার মাধ্যমে বিরল প্রতিভা ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে অতীনবাবুর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। আজীবন সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংগঠনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত রেখেছেন অতীন দাশ। বরাক উপত্যকা তথা রাজ্যের প্রখ্যাত কবি-সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে অতীনবাবুর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষে অতীন দাশকে এই বিশেষ সম্মান প্রদানের সিদ্ধান্তের খবরে বুদ্ধিজীবী ও তাঁর অনুরাগী মহল আনন্দিত উচ্ছ্বসিত। অতীন দাশের এই সম্মানপ্রাপ্তির বিষয়ে পরিচিত লোকজন তথা বিভিন্ন মহল থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনও জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি শেখর দে অতীন দাশের এই পুরস্কারপ্রাপ্তিতে খুশি ব্যক্ত করেছেন। তিনি অতীন দাশকে বিজয়ী অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন।

করোনা পরিস্থিতিতে ভারতের অর্থনীতির উন্নতি দেখে বিস্মিত গোটা বিশ্ব, দাবি অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনা পরিস্থিতিতে বিশ্বের সমস্ত দেশের অর্থনীতিতেই প্রভাব পড়েছে। কিন্তু, এই সময় অর্থনীতিতে উন্নতি করেছে ভারত। যা দেখে বিস্মিত ও চমকিত গোটা বিশ্ব। বৃহস্পতিবার গুজরাটের একটি ওভারব্রিজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এমটাই বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গুজরাটের শিলাজি এলাকায় চার লেনের একটি ওভারব্রিজ উদ্বোধন করেন অমিত শাহ। এই অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী নীতিন প্যাটেলও। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বের সমস্ত দেশের অর্থনীতিতেই প্রভাব পড়েছে। কিন্তু, সেসময় ভি শেপে বৃদ্ধি হয়েছে ভারতীয় অর্থনীতির । যা দেখে বিস্মিত ও চমকিত হয়ে উঠেছে গোটা বিশ্ব। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজও খুব ভালভাবে এগোচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি দেশের সমস্ত নাগরিককে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।"

তিনি আরও বলেন, "গত ৬ বছরে পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিতে যা কাজ হয়েছে তা আগের সরকারের ২০ বছর কাজের সমান। এই সময়কালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মেট্রো লাইন, বুলেট ট্রেন ও অন্যান্য অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে কেন্দ্র। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নরেন্দ্র মোদীর সরকার ভারতের গ্রাম ও শহরগুলির পরিকাঠামোগত মান উন্নয়নেও অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি রাস্তাগুলিরও উন্নয়ন হয়েছে।"

প্রসঙ্গত, গতমাসের শুরুতে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস মানিটারি পলিসি ঘোষণা করতেই চাঙ্গা হয়ে যায় শেয়ার বাজার। তারপর থেকেই ঊর্ধমুখী সেনসেক্স। বৃহস্পতিবার যা পেরিয়ে গেল ৫০ হাজারের গণ্ডি।

বৃহস্পতিবার ১,৯২, ৫৮১ জন করোনা প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি. স.): বৃহস্পতিবার গোটা দেশজুড়ে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৮১ জনকে করোনা প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে।

দেশের ২৭ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই টিকাকরণ অভিযান চালানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে প্রায় ১০ লক্ষ টিকাকরণ করা হয়েছে। টিকাকরণ প্রক্রিয়া কি আরও বেশি জোরদার করার জন্য কো-ইউন সফটওয়্যারকে সম্প্রসারণ এবং বৃদ্ধি করা হয়েছে। টিকাকরণ কেন্দ্রের সংখ্যা আগামী দিনে বৃদ্ধি করা হবে। এদিন টিকাকরণ নেওয়ার পর পার্শপ্রতিক্রিয়াজনিত কারণে কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি।

বর্ধমানে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লাঠি, গাড়িতে আগুন

দুর্গাপুর, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বর্ধমান। বিজেপির নতুন সদস্যদের সঙ্গে পুরোন সদস্যদের মধ্যে সংঘাতের জেরেই এই অশান্তির সৃষ্টি হয় ।আগুন লাগানো হয় বেশ কিছু গাড়িতে। ফলে পরিস্থিতি কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিরাট পুলিশ বাহিনী। উন্মত্ত বিজেপি কর্মীদের আয়ত্তে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জও করতে হয়।

সূত্রের খবর, এদিন বর্ধমান জেলা বিজেপি সভাপতি সন্দীপ নন্দীর অপসারনের দাবি তোলে বিজেপির একটি গোষ্ঠী। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার হাতে দলীয় অফিসটির উদ্বোধন হয় বেশ কিছুদিন আগে। কিন্তু তারপর থেকে ওই অফিসে নানারকম অনৈতিক কাজকর্ম চলত বলে অভিযোগ বিক্ষুব্ধদের। সেই দাবি অবশ্য মানতে নারাজ বিজেপির একাংশ। তাঁদের দাবি এর পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে। এদিন সেই নিয়ে পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে এলে তাদের লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে বিজেপি-র একটি গোষ্ঠী। এমন পরিস্থিতিতে পাল্টা প্রতিবাদ জানায় বিজেপির বিক্ষুব্ধ কর্মী সমর্থকেরাও। দু'পক্ষের সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিজেপির পার্টি অফিস। ভেঙে যায় কাচের জানলা। বর্ধমানের জি.টি রোডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়িতেও ভাঙচুর চালান বিক্ষোভকারীরা। গাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হলে উত্তেজনা আরও চরমে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় বর্ধমান থানার পুলিশ।

করিমগঞ্জে শুক্রবার শিল্প বিভাগের অধীন স্বয়ম প্রকল্পের মঞ্জুরিপত্র বণ্টন করবেন মন্ত্রী পরিমল

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের আবগারি, মৎস্য, বন ও পরিবেশমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য শুক্রবার করিমগঞ্জে শিল্প বিভাগের অধীন স্বয়ম প্রকল্পের মঞ্জুরিপত্র বণ্টন করবেন।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ শহরে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে শুক্রবার বিকেল তিনটায় এ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্বয়ম প্রকল্প অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ইয়ুথ এম্পাওয়ারমেন্ট যোজনায় স্থানীয় উদ্যোগপতিদের তাঁদের শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের জন্য ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। এতে স্থানীয় উদ্যোগ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির সবলীকরণের সুযোগ রয়েছে। আগামীকালের মঞ্জুরিপত্র বণ্টন অনুষ্ঠানে জেলার পাঁচ বিধায়কও উপস্থিত থাকবেন বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

'মির্জাপুর'-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন, আমাজন প্রাইম ও ওয়েব সিরিজ নির্মাতাদের নোটিস

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : আমাজন প্রাইমের মুক্তিপ্রাপ্ত 'মির্জাপুর ২' মির্জাপুর শহরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করেছে বলে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হল পিটিশন বলে। এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি ওয়েব সিরিজের নির্মাতা ও প্রযোজকের বিরুদ্ধেও পিটিশন দায়ের হয়েছে। যার জন্য সরাসরি সুপ্রিম কোর্ট জবাবদিহি চাইল টিম মির্জাপুর টু ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আমাজন প্রাইমের কাছে।

'মির্জাপুর ২' এর বিরুদ্ধে আগেই দায়ের হয়েছিল এফআইআর, এবার সরাসরি সুপ্রিম কোর্ট জবাবদিহি চাইল টিম মির্জাপুর টু ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আমাজন প্রাইমের কাছে। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর শহরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ হয়েছে এই সিরিজের মাধ্যমে এমন দাবি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে দায়ের হয়েছে পিটিশন। কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে সিরিজের নির্মাতা এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে। এই মামলাতেই তাঁদের কাছ থেকে জবাব চেয়ে নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট।

অন্যদিকে মির্জাপুর কোটওয়ালি (দেহাত) পুলিশ থানায় মির্জাপুর ২-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন অরবিন্দু চতুর্বেদী নামের এক ব্যক্তি। এফআইআরের কপিতে নাম রয়েছে আমাজন প্রাইম সহ মির্জাপুর প্রযোজক রীতেশ সিধওয়ানি, ফারহান আখতার, ভূমিকা গোন্দালিয়ার। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫ এ, ৫০৪, ৫০৫-এর ধারা সহ তথ্য-প্রযুক্তি আইনের উপযুক্ত ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে মির্জাপুর-২ এর প্রযোজকদের বিরুদ্ধে। ২৯৫ এ, ৫০৪, ৫০৫-এই তিন ধারায় ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত, উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে জনগণের শান্তিভঙ্গ করা ও জনতাকে বেআইনি কাজে উৎসাহিত করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

উল্লেখ্য, গত বছর অক্টোবরে মুক্তি পেয়েছে মির্জাপুরের দ্বিতীয় সিজন। মির্জাপুরের স্থানীয় ডন কালীন ভাইয়া (পঙ্কজ ত্রিপাঠী) ও তাঁর কলো সাম্রজ্যকে ঘিরেই মির্জাপুর-২ এর কাহিনি। সিরিজে অভিনয় করেছেন আলি ফজল (গুড্ডু পন্ডিত), মুন্না (দিব্যেন্দু) সহ আরও অনেকে।

দেশে ফিরে বাড়ি নয়, বিমানবন্দর থেকে সোজা সমাধিস্থলে গিয়ে প্রয়াত বাবাকে শ্রদ্ধা জানালেন সিরাজ

হায়দরাবাদ, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : দেশে ফিরে বাড়ি নয়, বিমানবন্দর থেকে সোজা বাবার সমাধিস্থলে গেলেন অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের জয়ের অন্যতম নায়ক মহম্মদ সিরাজ। বৃহস্পতিবার অন্যান্যদের সঙ্গে দেশে ফেরেন সিরাজ। দেশে ফিরে হায়দরাবাদ বিমানবন্দর থেকে সোজা খইরাতাবাদে বাবার সমাধিস্থলে গিয়ে প্রয়াত পিতাকে শ্রদ্ধা জানান সিরাজ।

ছেলেকে দেশের হয়ে খেলতে দেখাই ছিল সিরাজের বাবার একমাত্র স্বপ্ন। জাতীয় দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে উড়ে যাওয়ার পরেই গত ২০ নভেম্বর পিতৃবিয়োগের ঘোর দুঃসংবাদ পান মহম্মদ সিরাজ। ভারতীয় দল তখন সিডনিতে কোয়ারান্টাইনে ছিল। বিসিসিআইয়ের তরফে তরুণ পেসারকে বলা হয়, তিনি চাইলে পিতার শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকতে দেশে ফিরতে পারেন। যদিও সে পথে হাঁটেননি তিনি। পরিবার ও ক্যাপ্টেন কোহলির পরামর্শ ছিল বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে অস্ট্রেলিয়ায় থেকে যাওয়ার। অস্ট্রেলিয়া সফরে দেশের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয় সিরাজের। পূরণ হয় বাবার স্বপ্ন ।দুরন্ত বোলিং করে দলকে সিরিজ জিততে সাহায্য করেন সিরাজ। আজ বাবার স্বপ্ন পূরণ করে দেশে ফিরেছেন তরুণ ক্রিকেটার। দেশে ফেরার পর বাকি ক্রিকেটাররা যেখানে বাড়ির পথে রওনা হন, সেখানে সিরাজের গন্তব্যস্থল ছিল প্রয়াত পিতার সমাধিস্থল। এদিন রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গাড়ি চালিয়ে সিরাজ সোজা পৌঁছে যান খইরতাবাদের কবরস্থানে। দীর্ঘ ২ মাস অপেক্ষার পর পিতার সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানান। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে তারকা ক্রিকেটার তারপর বাড়ির পথে রওনা হন।

গদ্দারদের গুলি মারার স্লোগানের জেরে অপসারিত তৃণমূলের যুব সভাপতি

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার টালিগঞ্জে আয়োজিত তৃণমূলের মিছিল থেকে বাংলার 'গদ্দারদের' গুলি মারার স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়া হয়। এই শ্লোগানের জেরে বৃহস্পতিবার সরিয়ে দেওয়া হল কলকাতা পুরসভার ১১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি সুভাষ সাউকে।

গত সোমবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিজেপির মিছিল থেকে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিল শাসকদল তৃণমূল। এর প্রতিবাদ জানাতে মঙ্গলবার টালিগঞ্জে একটি বড় মিছিল বের করে তারা। যার নেতৃত্বে ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেই মিছিল চলার সময় কিছু তৃণমূল কর্মী 'বঙ্গাল কে গদ্দারো কো গোলি মারো' বলে ধ্বণি দেয়। পরে সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় ওঠে রাজ্যজুড়ে। তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় বিজেপি-সহ বিরোধী কিছু দল।

মঙ্গলবার এই ঘটনার কথা সামনে আসার পর তৃণমূলের তরফে জানানো হয়, যারা ওই ধ্বণি দিয়েছিল, তারা মিছিলের পিছন দিকে ছিল। তাই নেতাদের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হয়নি। তবে এই ধরনের ঘটনাকে কখনও প্রশ্রয় দেয় না তৃণমূল। এক্ষেত্রে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করল তারা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঘরে বসে দেখা যাচ্ছে ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবের ছবিগুলো

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব জমে উঠছে ধীরে ধীরে। ১৬ জানুয়ারি থেকে চলছে ১৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২১। জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ও নৃত্যশালা মিলনায়তন, শিল্পকলার নন্দন থিয়েটার (মুক্তমঞ্চ), বসুন্ধরার স্টার সিনেপ্লেক্স এবং সীমান্ত স্কয়ার সিনেপ্লেক্সে চলছে চলছে উৎসবের সিনেমা।

উৎসবে প্রদর্শিত হওয়ার দিনই লাগ ওয়েব প্ল্যাটফর্ম ভেলকিতে দেখা যাচ্ছে সিনেমাগুলো। সকাল ৮টায় সিনেমাগুলো আপলোড করে দেওয়া হয়। তখন থেকে রাত ১২টাএই ১৬ ঘণ্টায় দেখা যায় সিনেমাগুলো। উৎসব চলবে ২৪ তারিখ পর্যন্ত। ২৪ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত দেখা যাবে শেষ দিনে উৎসবে প্রদর্শিত ছবি।

পরিস্থিতি বিবেচনায় এবারই প্রথম অনলাইনে উৎসবের চলচ্চিত্র দেখার ব্যবস্থা করেছে উৎসব কর্তৃপক্ষ। লাগ ভেলকি নামে একটি ওয়েব প্ল্যাটফর্মে যে কেউ দেখতে পারেন আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ও আলোচিত এই চলচ্চিত্রগুলো, তবে এর জন্য প্রতি ছবির জন্য ৫০ টাকা খরচ করতে হবে।

এদিকে গতকাল ২০ জানুয়ারি 'সত্যজিৎ রায়: জাতীয় নাকি বৈশ্বিক' বিষয়ে সেমিনারে অনলাইনে যোগ দেন শর্মিলা ঠাকুর, বর্ষীয়ান অভিনেতা ধৃতিমান চ্যাটার্জি।

তিনি বলেন, ভারতের গণ্ডি ছাপিয়ে সত্যজিৎ রায় বাংলা ভাষার নির্মাতা। তিনি চাইলেই অন্য ভাষায় সিনেমা বানাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে বাংলাকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিয়ে গেছেন। শর্মিলা আরও বলেন, 'সে সময় রায় সাহেব অতটা অবস্থাসম্পন্ন ছিলেন না। একটা শট দুই থেকে তিনবারের বেশি নেওয়ার সুযোগ ছিল না। এত সীমাবদ্ধতার ভেতরেও শ্রম আর মেধা দিয়ে তিনি মাস্টারপিস বানিয়েছেন। সত্যজিৎ রায়কে দেশ বা সময়ের বেড়ায় আটকে রাখা যাবে না। তিনি সব দেশের, সব সময়ের।'

কলকাতা থেকে বর্ষীয়ান অভিনেতা ধৃতিমান চ্যাটার্জি বলেন, 'সত্যজিৎ রায় কোনো নির্দিষ্ট জাতিসত্তার নন, তিনি সারা বিশ্বের জন্য চলচ্চিত্র অঙ্গনে এক দৃষ্টান্ত'। ধৃতিমান বলেন, সত্যজিৎই একমাত্র নির্মাতা যিনি সিনেমায় রাজনীতিকে এত জীবনঘনিষ্ঠ করে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সিনেমার শুটিংকালের নানা পরিস্থিতি নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন তিনি।

সাংসদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর জানান, 'পথের পাঁচালী' তাঁকে এতটাই নাড়া দিয়েছিল যে 'মহানগর' সিনেমা দেখার জন্য সেই বালক বয়সে প্রায় ৩৩০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে নীলফামারী থেকে ঢাকা এসেছিলেন। ১৯৭২ সালে যখন ঢাকার পল্টন ময়দানে সত্যজিৎ এসেছিলেন, তাঁকে একনজর দেখার জন্য লক্ষাধিক মানুষ এসেছিল।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। প্রবন্ধে থেকে তিনি উল্লেখ করেন, 'জীবন যে মসৃণ কোনো পথ নয়, বরং খাড়া পাহাড়ি ঢালের মতো বন্ধুর, সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র সেই শিক্ষাই দেয়।' সেমিনারে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রজীবন, জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আরও কথা বলেন বিচারপতি রিফাত চৌধুরী এবং চলচ্চিত্র সমালোচক মঈনুদ্দীন খালেদ।

ঊনবিংশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বরাবরের মতো থাকছে এশিয়ান ফিল্ম প্রতিযোগিতা বিভাগ, রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগ, বাংলাদেশ প্যানোরামা, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, চিলেড্রেন ফিল্মস, স্পিরিচুয়াল ফিল্মস, শর্ট অ্যান্ড ইনডিপেনডেন্ট ফিল্ম ও উইমেন্স ফিল্ম মেকার বিভাগ। তবে উৎসবে এবারই প্রথম যুক্ত হচ্ছে 'লিজেন্ডারি লিডারস হু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড' ও 'ট্রিবিউট' নামে আরও দুটি নতুন বিভাগ, যা এবারের উৎসবকে আরও উচ্চতর মাত্রা দেবে বলে আশা করেন উৎসব পরিচালক।

এবারের উৎসবে মোট ৭৩টি দেশের ২২৬টি চলচ্চিত্র অংশগ্রহণ করছে। জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ও নৃত্যশালা মিলনায়তন, শিল্পকলার নন্দন মঞ্চ (মুক্তমঞ্চ), স্টার সিনেপ্লেক্সের বসুন্ধরা ও সীমান্ত স্কয়ার শাখায় সিনেমাগুলো দেখা যাবে। উৎসব চলবে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের আয়োজনে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ ১৯৭৭ সাল থেকে বাংলাদেশে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আন্তর্জাতিক পরিবেশনার কাজ করে আসছে।

যেখানে সারা এগিয়ে আছেন

তখনো বলিউডে অভিষেক হয়নি তাঁর। তার আগেই রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল সারা আলী খানকে নিয়ে। বলিউডে পা রেখেই তিনি নিজে ভক্তদের কথা দিয়েছিলেন, 'আমাকে দিয়ে সব হবে।' নেট দুনিয়াজুড়ে থাকত তাঁকে নিয়ে নানা খবর। আর অভিষেক ছবির পর রাতারাতি তারকা বনে যান সাইফ-অমৃতাকন্যা সারা। বলা যায়, এ প্রজন্মের তারকাদের ইঁদুরদৌড়ে তিনিই এগিয়ে। এবার নেট দুনিয়াতেও সবাইকে টেক্কা দিলেন সারা।

সারার বলিউড ক্যারিয়ারের বয়স মাত্র দুই বছর। আর ছবির সংখ্যাও তাঁর হাতে গোনা। কিন্তু মাত্র এই কম সময়ে সারার অনুরাগীর সংখ্যা আকাশছোঁয়া। বিশেষ করে ইনস্টাগ্রামে দারুণ সক্রিয় এই তারকাকন্যা। সারা তাঁর ব্যক্তিগত সফরের অনেক ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে থাকেন। নেট দুনিয়ায় তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ এবং নিবেদিত ভক্ত আছে। ইনস্টাগ্রামে সারার ফলোয়ারের সংখ্যা ৩০ মিলিয়ন পার করে গেছে। এত কম সময়ে এই অঙ্ক সারার সমসাময়িক আর কোনো তারকার নেই।

এ প্রজন্মের সারা একমাত্র অভিনেত্রী, যার অনুগামীর সংখ্যা ৩০ মিলিয়নের বেশি। তাই এই বলিউডকন্যার সাফল্যের মুকুটে আরেকটা পালক সংযোজিত হলো।

২০১৮ সালে 'কেদারনাথ' ছবির মাধ্যমে হিন্দি ছবির দুনিয়ায় পা রাখেন সারা। আর ক্যারিয়ারের প্রথম ছবিতেই বাজিমাত করেন তিনি। সম্প্রতি তাঁকে দেখা গেছে 'কুলি নম্বর ওয়ান' ছবিতে। ছবিটি ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছিল। তবে আলোচনার চেয়ে সমালোচনাই বেশি হয়েছে এ ছবি নিয়ে। ছবি মুক্তির মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ২ হাজার ১৬০ জন দর্শক ভোট করে রেটিং করেছেন। সেখানে এই ছবি ১০-এর ভেতর পেয়েছে মাত্র ১ দশমিক ৫। এমনও বলা হয়েছে, সারাকে দিয়ে আর যা-ই হোক, অভিনয়টা হবে না। একজন লিখেছেন, 'সারা আলী খান, আপনি বলিউড ছেড়ে যান। একটা আইকনিক সিনেমাকে রিমেকের নামে এভাবে নষ্ট করবেন না।' সারা তবে এসব আমলে নেননি। আপাতত সারা নিজেকে সব রকম নেতিবাচকতা থেকে সরিয়ে রেখেছেন। মন দিয়ে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'আতরাঙ্গি রে' ছবির শুটিং করছেন।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORRATION
AGARTALA

No.F.731/EE/PD/AMC/2021/2656-2662 Dated : Agartala, 20.01.2021

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

No. 20/EOI/EE/PD/AMC/2020-2, dated : 14/01/2021

On behalf of the Administrator, AMC the Executive Engineer, Planning Division, AMC invites sealed Expresssion of Interest from interested unemployed artists having requisite qualification of Diplome / Degree/ Master Degree / Higher qualification and others in Visul Arts / Fine Arts from recognized institutions / unviersity for the work of "Artistic Wall Painting within Agartala Municipal Corporation area" as per tendered rate. The offer shall have to be submitted lastest by 25/01/2021 up to 3.00 P.M. which will be opened on the same day at 4.00 PM if possible. An amount of Rs. 500.00 (repees five hundred) only (non-refundable) as application money in the form of Demand Draft in favour of Agartala Municipal Corporation payable at Agartala needs to be submitted at the time of submission of proposal. For details visit website www.agartalacity.tripura.gov.in. For any other details and scope of work applicant may contact in the address given below. Already work awarded with the same tendered rate need not apply.

Contact datails for submission of EOI or any query :
Executive Engineer, Planning Division, AMC
City Centre (4th Floor), Paradise Chowmuhani,
Agartala, Tripura.

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
Planning Division
Agartala Municipal Corporation

নার্স হতে চেয়েছিলেন সানি লিওনি

সানি লিওনির নতুন একটা ভিডিও ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্তর্জালের দুনিয়ায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পরিচালক বিক্রম ভাট সেটে সানি লিওনিকে এক চড় বসিয়েছেন। আর উল্টে গিয়ে পড়েছেন সানি। উঠে এসে আবারও মারামারি করছেন তিনি। এ দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে একটি ওয়েব সিরিজের সেট থেকে। বিক্রম ভাটের এ ওয়েব সিরিজ দিয়ে অভিনয়ে ফিরছেন তিনি।

আমেরিকা আর কানাডা, এ দুই দেশের নাগরিকত্ব রয়েছে সানির। বলিউডে থিতু হয়েছেন 'পর্নস্টার' থেকে অভিনয়শিল্পী হতে। 'জিসম টু' দিয়ে ২০১২ সালে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এরপর অভিনয় করেছেন 'রাগিনি এম এম এস টু' ও 'হেট স্টোরি টু' সিনেমায়।

অসংখ্য সিনেমায় 'আইটেম গানে' নাচতে দেখা গেছে তাঁকে। এ মুহূর্তে ব্যস্ত সময় পার করছেন ওয়েব সিরিজের সেটে। সেখান থেকেই টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দিয়েছেন এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার।

'সাহসী দৃশ্যে' অভিনয়ের প্রসঙ্গে ৩৯ বছর বয়সী সানি বলেন, 'এগুলো তো আমার কাজ, আমার পেশা। এটাকে অন্যভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। একজন পেশাদার অভিনেত্রী হিসেবে আমার চরিত্রের জন্য চিত্রনাট্যে যা লেখা আছে, সেটা তো আমাকে করতেই হবে।'

সানি আরও জানান, অভিনয়শিল্পী না হলে নার্স হতেন তিনি। আর তাঁর প্রিয় অভিনয়শিল্পী আমির খান আর বিদ্যা বালান।

ছোটবেলা থেকে 'অ্যাকশন' পছন্দ সানি লিওনির। কিন্তু আগে কখনো অ্যাকশনধর্মী সিনেমায় দেখা যায়নি তাঁকে। তাই 'অনামিকা' ওয়েব সিরিজে মারামারির দৃশ্যে অভিনয় করতে পেরে যারপরনাই খুশি তিন সন্তানের মা সানি। বললেন, 'আমি তো ছোটবেলায় আমার ভাইকে পিটিয়ে তক্তা বানাতাম। চিন্তা নেই, ও দিব্যি ভালো আছে। তখন থেকেই আমার মারামারির দৃশ্য করার শখ। কিন্তু আগে সেভাবে ব্যাটে—বলে মেলেনি। এবার সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছি।'

ত্রিপুরা সরকার
শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর
খেজুরবাগান আগরতলা

M FPI Ministry of Food Processing Industries

আপনি কি বর্তমানে চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সাথে যুক্ত আছেন?

অথবা নতুন চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে আগ্রহী?

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরন মন্ত্রক বর্তমানে চালু (existing) অথবা নতুন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পস্থাপনের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PM FME Scheme) ঘোষনা করেছে। এই প্রকল্পে **উত্তর ত্রিপুরা জেলার জন্য চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে** One District One Product হিসেবে আগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে নতুন প্রকল্প স্থাপনে অথবা চালু প্রকল্প সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।

এই প্রকল্পে ব্যাঙ্ক ঋণের উপর ৩৫% হারে থাকছে সরকারী ভর্তুকি। (সর্বাধিক ১০ লাখ টাকা)

- এই উপলক্ষ্যে আগামি **২৭ জানুয়ারি, ২০২১** তারিখে চন্দ্রপুর এ আর ডি ডি ট্রেনিং হলে বেলা ১২ টা থেকে ২টা পর্যন্ত আয়োজিত হতে চলেছে এক সচেতনতা শিবির।
- উত্তর ত্রিপুরা জেলাতে যারা ইতিমধ্যেই চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সাথে যুক্ত বা এই জেলাতে চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে আগ্রহী, এইসকল উদ্যোগীকে এই সচেতনতা শিবিরে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।
- এর জন্য সকল উদ্যোগীকে **২৬ জানুয়ারি, ২০২১** তারিখের মধ্যে ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা জেলা শিল্প কেন্দ্রে অগ্রিম নাম নথিভূক্ত করাতে হবে।

আদেশক্রমে
অধিকর্তা
শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর

ICA/D-1317/21

হাওড়া পুরনিগম থেকে এবার পৃথক হচ্ছে বালি পুরসভা

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি(হি স): দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে তারই প্রস্তুতি। কিন্তু এতদিন বালি পুরসভা হাওড়া পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে, এবার স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মেনে বালি পুরসভা পৃথকীকরণের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা।

১৮৮৩ সালে প্রথম বালি পুরসভা গঠিত হয়। এরপর ২০১৫ সালে হাওড়া পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত হয়। হাওড়া পুর নিগম এলাকায় ৫০টি ওয়ার্ড আগেই ছিল। বালিকে সংযুক্ত করে হাওড়ায় মোট ৬৬টি ওয়ার্ড হয়। তবে, বৃহস্পতিবার নবান্নের বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে,স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে এবার হাওড়া পুরনিগমকে ভাঙা হচ্ছে। পৃথক হয়ে যাচ্ছে বালি পুরসভা। এই সিদ্ধান্তে এদিন সবুজ সংকেত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৪১৬ জন

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.): গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। পুরনো বছর শেষ হয়ে নতুন বছর শুরু হলেও শহর ছেড়ে যাওয়ার নাম নেই করোনা। তবে অবশেষে স্বস্তির খবর। ফের বৃহস্পতিবার রাজ্যে কিছুটা কমেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৪১৬ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৪১৬ জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫,৬৬,৮৯৮ জন। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১০,০৮৯ জন। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫১৭ জন। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ০৫,৫০,২৪৪ জন। এখনও পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬,৫৬৫। রাজ্য সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.০৬ শতাংশ। রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২৮,২৯৩ টি। এখনও পর্যন্ত মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৭৭,৫১,৬৬৯ টি।

বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত আসানসোল

আসানসোল, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বর্ধমানের মতো বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হল আসানসোল। এদিন কুলটি ও বারাবনীতে বিজেপির মন্ডলের সাংগঠনিক সভা ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক অরবিন্দ মেনন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বিবাদের সূত্রপাত, যুবমোর্চার ঘোষিত তালিকা থেকে পুরোন কিছু সদস্যর নাম বাদ পরা নিয়েই।

বিজেপির পুরোনও কর্মীদের অভিযোগ জেলা যুব মোর্চা সভাপতি অরিজিৎ রায় পুরোন কর্মীদের বাদ দিয়ে সদ্য তৃণমূল থেকে দলে আসা কর্মীদের সেই কমিটিতে স্থান দিয়েছেন। তাঁরা প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের বিবাদ মেটে বাবুলবাবু ও অরবিন্দ মেননের হস্তক্ষেপে।

গোলি মারো স্লোগান দেওয়ার জেরে ধৃত ৩ বিজেপি কর্মীর জেল হেফাজত

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : গোলি মারো স্লোগান দেওয়ার জেরে ধৃত ৩ বিজেপি কর্মীর ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজত হল। বুধবার হুগলির চন্দননগরে আয়োজিত বিজেপি নেতা শুভেন্দু আধিকারীর রোড শো থেকে 'গোলি মারো' স্লোগান দেওয়ার জেরে গ্রেফতার হয় দলের তিন জন। তাঁরা হলেন যুব মোর্চার যুব সভাপতি সুরেশ সাউ, স্বাস্থ্য সেলের আহ্বায়ক রবিন ঘোষ ও ব্যান্ডেল যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি প্রভাত গুপ্তা।

বৃহস্পতিবার তাঁদের আদালতে তোলা হলে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। এর জেরে প্রশ্ন ওঠে মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলের মিছিল থেকে একই ধ্বণি তোলা হলেও কেন অভিযুক্ত সুভাষ সাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। এই নিয়ে বিতর্ক যখন তুঙ্গে তখনই বৃহস্পতিবার জানা গেল সুভাষ সাউকে ১১২ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল।

বিশিষ্ট কবি-সাংবাদিক-লেখক অতীন দাশকে এবারের 'গণরাজ্য দিবস সাংবাদিকতা পুরস্কার'

গুয়াহাটি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশিষ্ট কবি-সাংবাদিক-লেখক অতীন দাশকে এবারের 'গণরাজ্য দিবস সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২১' প্রদান করা হবে। রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ অধিকরণের সৌজন্যে এই পুরস্কার গণরাজ্য দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

তথ্য ও জনসংযোগের এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, 'গণরাজ্য দিবস সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২১' হিসেবে অতীন দাশের হাতে তুলে দেওয়া হবে এক লক্ষ টাকা, প্রশস্তিপত্র, স্মারক, অঙ্গবস্ত্র, একটি শরাই এবং গামোছা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬২ সালে জাতীয় স্তরের একটি দৈনিক কাগজে স্ট্রিঞ্জার হিসেবে সাংবাদিকতার জীবন শুরু করে ১৯৬৬ সালে শিলচর থেকে 'বরাক' শীর্ষক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন অতীন দাশ। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনিই। এছাড়া ১৯৭০ সাল থেকে 'সাপ্তাহিক যুগশঙ্খ'-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দৈনিক যুগশঙ্খ'-এর সম্পাদক, ২০১২ সালে এক বছর দৈনিক সংবাদ লহরি'-র প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ সব ছাড়াও তিনি মালাবার হেরল্ড, দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, আসাম এক্সপ্রেস, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, নবভারত এবং সত্যযুগ-এর সংবাদদাতা, আলোক, অরুণোদয় এবং দৈনিক গতি-র সহযোগী সম্পাদক হিসেবেও কার্যনির্বাহ করেছেন প্রথিতযশা সাংবাদিক শিলচরের বাসিন্দা অতীন দাশ।

অতীন দাশ একজন কবি এবং লেখকও। ৫০-এর বেশি বই তিনি লিখেছেন। একজন স্তম্ভলেখক হিসেবে দেশ তথা বিদেশেও সুনাম রয়েছে তাঁর। শিলচর প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা অতীন দাশ এখনও নিয়মিত প্রবন্ধ রচনা করেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কর্তৃক আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে সাম্প্রতিককালের নানা বিষয়ের ওপর নিজস্ব বলিষ্ঠ মতামত তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করে থাকেন।

৩১ জানুয়ারির মধ্যে জেলা নেতৃত্বকে প্রার্থী তালিকা দেওয়ার নির্দেশ প্রদেশ কংগ্রেসের

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরের শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই নির্বাচন। এরই মাঝে নির্বাচনের প্রস্তুতি খুঁটিয়ে দেখতে রাজ্যের এসেছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। আর এরই মাঝে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে জেলা নেতৃত্বকে প্রার্থী তালিকা দেওয়ার নির্দেশ দিল প্রদেশ কংগ্রেস।সূত্রের খবর, ৩১ জানুয়ারির মধ্যে জেলাভিত্তিক প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী তালিকা পাঠাতে হবে । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির কাছে সেই তালিকা জমা দিতে বলা হয়েছে । সেই অনুযায়ী তালিকা থেকে ঝাড়াই বাছাই করে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা বাছাই করা হবে বলে খবর।

সেরাম ইন্সটিটিউটে অগ্নিকান্ডে মৃত পাঁচ, নিরাপদে কোভিশিল্ড প্ল্যান্ট

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : পুণের সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার (এসআইআই) একটি কারখানায় আগুনের ঘটনায় মৃত্যু হল পাঁচজনের।বৃহস্পতিবার বিকেলে পুনে জেলার মাঞ্জারি এলাকায় অবস্থিত সিরাম ইনস্টিটিউটের নতুন প্ল্যানেটে হঠাৎ আগুন লাগে। সূত্রের খবর এই প্ল্যান্টের ১ নম্বর গেটের কাছে আগুন লাগে। বিসিজি ভ্যাকসিন এই প্ল্যান্টেই তৈরি করা হয়। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দমকল। এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আগুন লাগার পরে তিনজন কর্মীকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সিরাম ইনস্টিটিউট নিজেই কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন তৈরি করছে, তবে এই আগ্নিকান্ডে কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনের উতাদনকে প্রভাবিত করবে না। এদিন আগুন লাগা প্ল্যান্ট থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে রয়েছে কোভিশিল্ড উৎপাদন প্ল্যান্ট।

এদিন সিরাম ইনস্টিটিউটের মাঞ্জারীতে প্ল্যান্টের নতুন ভবনের দু তালায় আগুন লেগে যায়। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন দমকলকর্মীরা। এর আগে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব আগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা নিয়ে আগুন নেভানো শুরু করা হয়। সেখানকার সমস্ত কর্মীদের ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেরাম ইন্সটিটিউটে কোভিশল্ড টিকা তৈরি হয়েছে। তবে এই টিকা তৈরির কাজ এই প্ল্যান্টে হয়নি। এই প্ল্যান্টে বিসিজি টিকা তৈরির কাজ হয়।

বিজেপির সাংসদ গিরিশ বাপত জানিয়েছেন, তিনি জেলা কালেক্টর ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছেন। সকল কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছেন। এই আধিকারিকরা জানিয়েছেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ চলছে। এই আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, সিরাম ইনস্টিটিউটে কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট সম্পূর্ণ নিরাপদ। ঘটনাস্থল থেকে সমস্ত কর্মচারীকে উদ্ধার করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে সেরামের মঞ্জরীর কারখানার পঞ্চম তলে আগুন লাগে। গলগল করে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোতে থাকে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশের এলাকা। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্বভাবতই আতঙ্ক তৈরি হয়। গত শনিবার থেকে দেশে টিকাকরণ কর্মসূচির শুরুর পর মজুত থাকা কোভিশিল্ডের ক্ষতির আশঙ্কা আছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

সেরামের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা সুরেশ যাদব জানিয়েছেন, যেখানে আগুন লেগেছে, সেখানে টিবির বিসিজি টিকা উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ চলছিল। অগ্নিকাণ্ডের জায়গা থেকে বেশ অনেকটা দূরে কোভিশিল্ড তৈরি করা হয়। সেখানেই মজুত রাখা হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ-সুইডিশ সংস্থা অ্যাস্টাজেনেকার করোনাভাইরাস টিকা। ফলে কোভিশিল্ডে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

পুণের মেয়র মুরলীধর মোহল জানিয়েছেন, দুপুর ২ টো ৫০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পায় দমকল। তারপর ঘটনাস্থলে দ্রুত দমকলের ১০ টি ইঞ্জিন এবং দুটি ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়েছে। পুণের পুরনিগমের মুখ্য দমকল আধিকারিক প্রশান্ত রণপিসে বলেন, 'বাড়ির ভিতরে চারজন ছিলেন। আমরা এখনও পর্যন্ত তিনজনকে উদ্ধার করেছি। কিন্তু ধোঁয়ার কারণে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। ইতিমধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম তলে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।'

পরে একটি বিবৃতি জারি সেরাম কর্তা আদর পুনাওয়ালা জানান, আগুনে কয়েকটি তল ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। সেরাম কর্তা বলেন, 'সব সরকার এবং মানুষকে আমি আশ্বস্ত করতে চাইছি যে একাধিক কারখানার জন্য কোভিশিল্ডের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতি হবে না। এরকম পরিস্থিতি সামলানোর জন্য সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ায় আরও কয়েকটি আস্তানা রাখা তৈরি রেখেছিলাম।'

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় সুশীল সমাজের সভায় চিকিৎসকরা

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে, রাজ্যের বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক সমাবেশ হয়। কলকাতায় এসপ্লানেডে ওয়াই চ্যানেলের অবস্থান মঞ্চে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ ডাক্তার স্বপন বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডি পি চক্রবর্তী ও কল্যাণব্রত ঘোষ।

ডাঃ বিশ্বাস ও ঘোষ দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের জন্য চিকিৎসাশিবিরে গিয়েছিলেন। সিংঘু এবং টিকরি-তে ডিসেম্বরের ২ তারিখ থেকে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের উদ্যোগে এখনও চিকিৎসা শিবির চলছে। আন্দোলন যতদিন চলবে দুই সংগঠনের চিকিৎসকেরা এই শিবির চালিয়ে যাবেন বলে সমাবেশে ঘোষণা করা হয়।

এই মঞ্চে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল কুমার চ্যাটার্জি। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডঃ মৃদুল দাস, অধ্যাপক মানস জানা। বিভাস চক্রবর্তী, মীরাতুন নাহার ও সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীর লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সজল বিশ্বাস এ কথা জানান।

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ আগুন, হায়দরাবাদে আহত ১৩ জন

হায়দরাবাদ, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): হায়দরাবাদে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে আগুন ধরে গেল একটি বাড়িতে। হায়দরাবাদের মীর চক থানা এলাকার ঘটনা। এই অগ্নিকাণ্ডে মোট ১৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে মীর চক থানা এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন লাগে।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরেই ওই বাড়িতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। এই অগ্নিকাণ্ডে মোট ১৩ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা সকলেই বিপদমুক্ত।

শতবর্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নাম নেতাজীর স্মৃতিতে বদলের জল্পনা

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : এবার নেতাজির নামে পরিচিতি পেতে পারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। শীঘ্রই বদলে যেতে পারে শহরের অন্যতম আকর্ষণীয় এই পর্যটন কেন্দ্রের নাম। দেশপ্রেমী নেতাজিকে ১২৫ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাতে এমনই চিন্তাভাবনা করছে কেন্দ্র বলে খবর।

১০০ বছরে পা দিয়েছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। রাণী ভিক্টোরিয়ার এই স্মৃতিসৌধ আগাগোড়া শ্বেত পাথরের তৈরি। একটি জাতীয় প্রদর্শনীশালা জাদুঘর এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণ। সূত্রের খবর, নামবদল ঘটতে পারে ব্রিটিশ আমলে তৈরি এই স্মৃতি সৌধের।

সারা বছর ধরে নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালনের জন্য কেন্দ্রের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাতে বসু পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি নেতাজিকন্যা অনিতা বসু পাফকেও রাখা হয়েছে। সেই কমিটিই সিদ্ধান্ত নেবে, এই স্মৃতি সৌধের নাম পরিবর্তন হবে কি না। পাশাপাশি ২৩ জানুয়ারি দিনটিকে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হবে কি না, সে সিদ্ধান্তও নেবে কমিটিই। নেতাজিকে নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য প্রতিযোগিতা অব্যাহত। ২৩ জানুয়ারি দিনটিকে ইতিমধ্যেই 'দেশনায়ক দিবস' হিসাবে উদযাপনের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। তারপরই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল জানান, ২৩ জানুয়ারি পরাক্রম দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া হলে। যার উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। অর্থাৎ শনিবার একই মঞ্চে দেখা যাওয়ার কথা মোদী ও মমতাকে।

এবার শুভেন্দু অধিকারীকে আইনি নোটিশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : এবার শুভেন্দু অধিকারির বিরুদ্ধে মানহানির মামলার হুমকি দিয়ে আইনি নোটিশ পাঠালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'তোলাবাজ' বলেছেন শুভেন্দুবাবু। এ কারণে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার অভিষেকের আইনজীবি সঞ্জয় বসু একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

৩৬ ঘন্টার মধ্যে এই ক্ষমা না চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার এই নোটিশ পাওয়ার পর কী পদক্ষেপ করেন শুভেন্দু অধিকারি। গত মঙ্গলবার খেজুরির সভায় প্রথম 'তোলাবাজ ভাইপো' বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করেছিলেন শুভেন্দু। তারপর ফের বৃহস্পতিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেন শুভেন্দু। তারপরেই এই চিঠি অভিষেকের।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর প্রথম দিন থেকে 'তোলাবাজ ভাইপো' হাঁটাও বলে ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু। তারপর থেকে নিয়ম করে প্রতিটি সভায় এই বার্তাই দিয়েছেন। কিন্তু গত মঙ্গলবার প্রথমবার তোলাবাজ ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে নাম করেই আক্রমণ করেন অভিষেক। এরপর থেকে গত দু'দিন প্রতিটি সভাতেই তোলাবাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই আক্রমণ শানিয়েছেন শুভেন্দু।

বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর মেদিনীপুরের ঠিকানায় যে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাতে স্পষ্টই তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, নারদ ও সারদার প্রসঙ্গে উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে, সেটাই বলা হয়েছে। সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও কেন 'তোলাবাজ' বলা হচ্ছে, তার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মশতবর্ষ উদযাপন সমিতির প্রস্তুতি কাছাড়ে

শিলচর (অসম), ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামী ২৩ জানুয়ারি শনিবার সকাল সাড়ে আটটায় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। শোভাযাত্রায় শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ সব ক্লাব ও সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে।

শোভাযাত্রাটি এদিন সকাল সাড়ে নয়টায় রাঙ্গিরখাড়িস্থিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির পাদদেশে পৌঁছবে। সেখানে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এছাড়া শিবালিক পার্ক ডেভেলপমেন্ট কমিটি, আমার স্বজন, নয়া গ্রুপ এবং অ্যাপলো ক্লাবের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এদিন সন্ধ্যা ছয়টায় মেহেরপুরের শিবালিক পার্ক পুজো মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা সভার প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদযাপন সমিতি কাছাড়-এর সভাপতি তথা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তপোধীর ভট্টাচার্য, শিলচর মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড় দেবশ্রী দত্ত। অনুষ্ঠানগুলিতে সবার উপস্থিতি কামনা করেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদযাপন সমিতি।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে দল ঘোষণা করলেন আব্বাস সিদ্দিকি

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রত্যাশামতোই নতুন দলের ঘোষণা করলেন পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই দলের নাম ও পতাকা প্রকাশ্যে আনলেন তিনি। মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিতেই এই দল গড়া বলে জানান আব্বাস।

এর ফলে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ দেখা দিল। আব্বাস সিদ্দিকির নয়া দলের নাম ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। তাদের পতাকায় রয়েছে দুটি রঙ। নীল এবং সবুজ। তবে দলের প্রতীক এখনও সামনে আনেননি তিনি। দলের চেয়্যারম্যান হয়েছেন আব্বাসের ভাই নৌসাদ সিদ্দিকি। মূলত রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতেই প্রার্থী দেবেন তাঁরা। আব্বাসের পাখির চোখ দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলির, নদিয়ার একাংশ।

আব্বাস সিদ্দিকি জানান, "অনেকেই আছে যাঁরা নিজেদের নিরপেক্ষ বলেন। কিন্তু আদপে কাজে তা প্রমাণিত হয় না। শুধু মুসলিম নয়, হিন্দু সমাজেরও বহু পিছিয়ে পড়া মানুষ আছেন।" তাঁদের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিতেই এবার বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নেবেন তিনি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট নির্বাচনে লড়াই করলে অন্যান্য দলের ভোটব্যাংকে সরাসরি তার প্রভাব পড়বে।

২০১৯ সাল থেকে রাজ্যে রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় হয়েছেন আব্বাস। গঠন করেন ফুরফুরা শরীফ আহালে সুন্নাতুল জন্নত নামে একটি সংগঠন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন তিনি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, তৃণমূলের সমর্থনে নির্বাচনে লড়াই করবেন তিনি। তাঁকে দলে টানতে চেয়ে পীরজাদার দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাম ও কংগ্রেস। কিন্তু তাতেও সাড়া মেলেনি। শেষে ওয়েইসির সমর্থনে নির্বাচনে লড়াইয়ের কথা জানান পীরজাদা। এরপরই আজ দল গঠনের ঘোষণা করলেন তিনি।

ফুরফুরা শরীফের পীরজাদার বাঙালি মুসলিম ও সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায়ের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। মগরাহাট. ক্যানিং, আমতলা, ডায়মন্ডহারবার-সহ হাওড়া-হুগলির মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন সময় ধর্মীয় সভা, জলসা করেন আব্বাস সিদ্দিকি। গত কয়েকমাস যাবৎ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন তিনি। এবার নিজের দল গড়লেন তিনি।

ভারতে ১৮.৯৩-কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৯-কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১৮.৯৩-কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৮০, ৮৩৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৮,৯৩,৪৭,৭৮২-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার হার দ্রুত বাড়ছে। বুধবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৯,৯৬৫ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৭০ শতাংশ। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫২,৮৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৫১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০২,৬৫,৭০৬ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৯২,৩০৮ জন করোনা-রোগী (১.৮৬ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দৈনিক মৃত্যু কমে ১৫১, ভারতে মোট সক্রিয় রোগী ১,৯২,৩০৮

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে দেশের দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মাত্র ১৫, ২২৩ জন নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৫১ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ২০ হাজার করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০২,৬৫,৭০৬ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫,২২৩ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৬,১০,৮৮৩-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৯,৯৬৫ জন। ১৫১ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫২,৮৬৯ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০২,৬৫,৭০৬ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৩০৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৪,৮৯৩ জন। গত শনিবার থেকে ভারতে শুরু হয়ে গিয়েছে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৮ লক্ষ ০৬ হাজার ৪৮৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্পের একগুচ্ছ সিদ্ধান্তে বদল, প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে গুরুত্ব বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): এমনটাই তো হওয়ারই কথা ছিল, আর তাই হল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেওয়ার পরই বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একগুচ্ছ সিদ্ধান্তে বদল আনলেন জো বাইডেন। এর মধ্যে রয়েছে-মেক্সিকো সীমান্তে পাঁচিল তৈরিতে বন্ধের নির্দেশ। এই সিদ্ধান্তকে মেক্সিকো স্বাগত জানিয়েছে। দীর্ঘ বিতর্কের পর মেক্সিকো সীমান্তে পাঁচিল তোলার জন্য যে জরুরি তহবিল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ট্রাম্প, প্রথম দিনেই তা বাতিল করেছেন জো বাইডেন। পাশাপাশি, আমেরিকায় পৃথিবীর অন্যতম প্রধান মুসলিম দেশগুলিতে যাওয়া-আসা নিয়ে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, সেটিও তুলে দিয়েছে বাইডেন। পাশাপাশি প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে আমেরিকার ফিরে যাওয়ার বিষয়েও নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেছেন বাইডেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াটিও সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখছেন বাইডেন। বুধবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছেন জো বাইডেন। তারপরই ট্রাম্পকে "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ" দেখালেন বাইডেন। এখানেই শেষ নয়, হোয়াইট হাউজে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করতে চলেছেন। পাশাপাশি সরকারি সমস্ত ক্ষেত্রেই কর্মীদের এই নিয়ম মেনে চলতে হতে পারে।

ফের পারদ পতন কলকাতায়, তাপমাত্রা নামল ৪ ডিগ্রি

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): পারদের ওঠা-পড়ার জেরে নাকাল রাজ্যবাসী। বুধবার তাপমাত্রা বেড়েছিল বেশ খানিকটা। তবে বৃহস্পতিবারই ৪ ডিগ্রি কমল তাপমাত্রা। তাপমাত্রার এই খামখেয়ালিপনার কারণেই সর্দি গর্মি লেগে অসুস্থ হচ্ছে রাজ্য তথা নগরবাসী। চলতি সপ্তাহে এই তাপমাত্রা বজায় থাকবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ঠান্ডার আমেজ থাকবে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে পারদ ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করবে। আগামী দু'দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা কুয়াশা থাকবে। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালি হাব ভাব ও করোনা আবহে তাই বাড়তি সতর্কতা নেওয়ার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে যা এক ডিগ্রি বেশি। বুধবারই এই তাপমাত্রা ১৯-এর ঘরে ছিল। আগামী ২ দিনে তাপমাত্রা আরও কমবেঊ

শান্তিতে ভোট করাতে বদ্ধপরিকর কমিশন, জ্ঞানবন্ত সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার কলকাতায় এসে রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনিল আরোরা। সেখানে রাজ্যে কিভাবে শান্তি শৃঙ্খলা মেনে ভোট করানো যায় সে বিষয়ে কমিশন যথেষ্ট ওয়াকিবহাল বলেই জানিয়েছেন তিনি। এদিন বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার রাজ্যের প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে বৈঠক সাড়ার কথা রয়েছে তাঁর। বৃহস্পতিবার রাজ্যের এডিজি আইন-শৃঙ্খলা জ্ঞানবন্ত সিং-এর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন সুনিল আরোরা। যদিও কাল রাতেই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সূচি পরিবর্তিত হয় বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমার্ধেই এ বৈঠক শুরু হয়। এছাড়াও আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, জেলাশাসক ও পুলিস সুপারের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। অন্যদিকে আগামীকাল মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ইলেক্টোরিয়াল অফিসার, নোডাল অফিসার-সহ প্রশাসন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ফুলবেঞ্চের সদস্যরা।

বিধানসভার নির্বাচন সাধারনত মে মাসে হয়ে থাকে। এই বছর নির্বাচন খানিকটা এগিয়ে আসতে পারে। মার্চের শেষের দিকে হতে পারে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর তেমনটাই। এদিকে নির্বাচনের আগে দু''দফায় রাজ্যে ঘুরে গিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন। রাজ্যের আইন শৃংখলার বিষয়ে কড়া নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তাদের। বিধানসভা নির্বাচনের সময় কোনরকম অশান্তি বরদাশ করা হবে না বলে জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে। এদিকে, গতকাল আরিজ আফতাবের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের আইন শৃংখলার বিষয়ে কোনো রকম গাফিলতি মেনে নেওয়া হবে না বলেও কড়া নির্দেশ দিয়েছেন সুনিল আরোরা। পাশাপাশি সিইওর দপ্তরের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে তাঁকে অভয় দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের সাত সদস্যের ফুল বেঞ্চ।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

আজকের অনুষ্ঠানে 'বিকাশের পথে ত্রিপুরা' শীর্ষক একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব, মুখ্য সচিব মনোজ কুমার, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল রমেশ বৈস পূর্ণরাজ্য দিবসকে একটি খুশির মূহুর্ত হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা লাভ করার পিছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। ত্রিপুরাতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়া বেগবান হয়-১৯৪৯ সালের ৫ অক্টোবর ত্রিপুরার ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর। কিভাবে ত্রিপুরার শেষ রাজা বীর বিক্রম মাণিক্য স্বাধীনতার আগেই ভারত ইউনিয়নের সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তার মৃত্যর পর মহারাণী কা'নপ্রভা দেবী ভারতভুক্তির চুক্তির স্বাক্ষর করেন এবং কিভাবে ত্রিপুরায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, জনজাতি কল্যাণে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্ম, ত্রি-স্তরীয় প'ায়েতী রাজ, নগর উন্নয়নে পুর পরিষদের সৃষ্টি ইত্যাদি প্রক্রিয়ার কথাও রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

রাজ্যপাল রমেশ বৈস বলেন, বিগত বছর কোভিড-১৯ এর কারণে রাজ্য তথা সবাই এক সংকটপূর্ণ সময়ের সম্মখীন হয়েছে। এখনো আমরা সেই কঠিন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি এবং সবার সম্মিলিত প্রয়াসে বিশেষ করে প্রথম সারির যোদ্ধাদের পরিষেবা ও কাজের মাধ্যমে আমরা শীঘই এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি তার ভাষণে বিগত আড়াই বছরে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় প্রায় ২.৫ লক্ষ এবং প্রধান মন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় ৩ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, ত্রিপুরা হেলথ অ্যাসিউর‌্যান্স স্কীম ফর পুওর ইত্যাদি প্রকল্পে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেন সি বি এস ই পাঠক্রম চালু করা, ২৮টি বাংলা মিডিয়াম বিদ্যালয়কে ইংলিশ মিডিয়ামে রূপান্তরিত করা, বছর বাঁচাও, সুপার-৩০ লক্ষ্য, মুখ্যমন্ত্রী বি এড অনুপ্রেরণা যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পের কথা। তিনি বলেন, তেমনি ছাত্রছাত্রীদের পেশাদারী ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আগরতলা বিমানবন্দরকে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর হিসেবে নতুন নামাকরণ করে উন্নয়নের কাজ চলছে, ট্রেনের সংখ্যা বেড়েছে এবং সরকার আরও নতুন নতুন সড়ক জাতীয় সড়কে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তেমনি বিভিন্ন নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবাকে অনলাইন করা হয়েছে। যেমন গণবন্টন ব্যবস্থায় আধার ভিত্তিক বায়োমেট্রিক লেনদেন ব্যবস্থা, ই-পয়েন্ট অব সেল, 'ওয়ান নেশন ওয়ান কার্ড' ইত্যাদি পরিষেবা চালু হয়েছে।

জনজাতিদের উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা ২৮ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। ১২টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লককে 'অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের জন্য গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ১৮টি নতুন একলব্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করা হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা এম এস এম ই আবাসন, পানীয় জল, গ্রামীণ উন্নয়ন, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। তাছাড়া রাজ্যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনায় দরিদ্রদের জন্য আরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও নিয়েছে রাজ্য সরকার। এখন রাজ্যেও কোভিড-১৯ এর টিকাকরণ শুরু হয়েছে। সমস্ত সমস্যা পেরিয়ে আগামী দিনগুলিতে রাজ্যের উজ্জল সময় আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রদেশ

● প্রথম পাতার পর

হুসেনকে। অভিযুক্ত জয়দুল হুসেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩২৫, ৪২৭, ৩০৭, ৩৪ ও ১২০(বি) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তিনি কংগ্রেস দলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি পদে রয়েছেন। ওই ঘটনায় আক্রান্ত প্রদেশ সভাপতি শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মামলা করেছিলেন। আজ এয়ারপোর্ট থানা থেকে বিকেলে জয়দুল হুসেনকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাকে জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। তার পক্ষে দুই আইনজীবী জামিনের আবেদন নিয়ে আদালতে সওয়াল করলেও আদালত তা খারিজ করে দিয়েছে। শুক্রবার ফের তাকে আদালতে তোলা হবে বলে জানা গেছে।

স্বাস্থ্যকর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

পর্যায়ে সর্বদা বিভিন্ন জাতীয় জরুরি পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এবারও কোভিড-১৯ টিকাকরণে জাতীয় টিকা কর্মসূচির শীর্ষে থাকবে বিএসএফ। তিনি বলেন, আজ প্রায় ১০০ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে কোভিড-১৯ টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা-র টিকাকরণে আমরা ভীষণ উৎসাহিত এবং সমস্ত ধরনের আশঙ্কামুক্ত। তিনি এই কর্মসূচির জন্য ত্রিপুরার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের এবং বিশেষত ত্রিপুরার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি এ উপলক্ষ্যে তাঁর সমস্ত স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন যাঁরা কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে নিঃস্বার্থ সেবা করে গেছেন।

আজ সকাল নয়টা থেকে সিএপিএফ কমপোজিট হাসপাতালে কোভিড-১৯ টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে বিএসএফ-এর শালবাগান ক্যাম্পের সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের কোভিডশিল্ড ভ্যাকসিনের ১ ডোজ দেওয়া হয়েছে। ওই টিকাকরণ শিবিরের উদ্বোধন করেন ডা. বিজে লালওয়ানি, ডিআইজি, ডা. আশিস কুমার, সিএমও (এসজি), নোডাল অফিসার এবং সুশান্ত কুমার নাথ, আইজি, বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার।

পৃথক জায়গায় যান দূর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

আসা হয়। আগামীকাল ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানা যায়। তাঁর দুটি ছেলে এবং মেয়ে রয়েছে। পরিবারের কর্তার মৃত্যুতে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন। কাঞ্চনপুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে, বেপরোয়া নেশাগ্রস্ত বাইক চালকের বদান্যতায় প্রাণ গেলো যুবকের। ঘটনা উদয়পুর মহকুমা খিলপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায়। সাগর দে, পিতা শ্রী সমীর দে। বয়স-২৪ বৎসর। বাড়ি খিলপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায়। পেশায় উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের শরীর চর্চা বিভাগের ছাত্র। গতকাল বুধবার বিকাল আনুমানিক দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সাগর বাড়ি থেকে খিলপাড়া বাজার স্থিত নিজ দোকানে বাই সাইকেল নিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল। এমন সময় খিলপাড়া জামজুড়ি বাজারের দিক থেকে আসা টিআর-০৩এইচ ৮৭৯৫ নম্বরের নীল রংয়ের বাইকের চালক ও সহচরী বাইকটি সাগরের শরীরের উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। সাথে সাথেই সাগর বাইসাইকেলের নীচে চাঁপা পড়ে যায়। বাইক চালক ও সহচর দুজনেই বাইকের নীচে পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী দৌড়ে এসে উভয়কেই বাঁচানোর চেষ্টায় উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পাওয়ার সাথে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহত সাগর দে, বাইক চালক হোলাখেতের উত্তম কুমার মজুমদারের ছেলে রূপক মজুমদার সহ অন্য বাইক আরোহীকে তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সাগরের বাঁ পায়ের হাঁটু ও গোড়ালির মাঝামাঝি অংশের হাড় ভেঙে দুটুকরো হয়ে যাওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক সাগরকে জি বি হাসপাতালে রেফার করে এবং বাইক চালক রূপক মজুমদারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেন। সাগরকে বাড়ির লোকজন আগরতলা জি বি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাথে সাথে এক্সরে করে পা প্লাস্টার করে আজ অপারেশন করবেন বলে জানিয়ে দেন। ডাক্তার সাগরের রক্ত স্বল্পতার কথা বলে দুই বোতল রক্ত সংগ্রহ করার কথা বলার সাথে সাথেই এক বোতল রক্ত সংগ্রহ করা হয় এবং সাগরের শরীরে দেওয়া হয়।

এরই মধ্যে সাগরের কোমড়ে অস্বাভাবিক ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় এবং শ্বাস নিতে ও ফেলতে অসুবিধা দেখা দেয়। সাথে সাথে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাড়ির লোকদের আরেক বোতল রক্ত সহ সাগরকে আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার কথা বলেছেন। সাগরকে আই সি আসতে ভর্তির কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বাবুরা সাগরের বাড়ির লোকদের বলেন সাগরের আর বেশিক্ষণ আয়ু নেই। সাগরের পালস রেট ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাত একটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সাগর বাবা সমীর দে সহ আত্মীয়-বন্ধু -প্রতিবেশীর সামনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। গতকাল রাতে সাগরের নিথর দেহ জি বি হাসপাতালের মর্গে রাখার পর আজ দুপুরে ময়না তদন্তের পরে আত্মীয় পরিজনের হাতে সাগরের মরদেহে তোলে দেওয়া হয়। সাগরের নিথর দেহ উদয়পুর খিলপাড়া স্থিত নিজ বাস ভবনে আনার পর হাজার হাজার আত্মীয়-বন্ধু- ইয়ং সোসাইটি ক্লাবের সদস্যারা সহ এলাকাবাসি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং চোখের জলে সাগরকে শেষ বিদায় জানান। সাগরের নিথর দেহ প্রথমে উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে, সেখান থেকে নিজ বাড়ি এবং শেষে নিজ ক্লাব ইয়ং সোসাইটিতে নিয়ে গেলে এবিভিপির সদস্যারা, গোমতি জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতি যথাক্রমে স্বপন অধিকারী ও দেবল দেবরায়, ৩১ আর কে পুর মন্ডলের সভাপতি প্রবীর দাস, গোমতি জেলা বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়, যুব মোর্চার সভাপতি রাকেশ শীল সহ ক্লাব সদস্যারা পুষ্প মাল্য অর্পণ করেন। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরবর্তীতে সাগরের মরদেহে উদয়পুর লোকনাথ আশ্রমে বৈদিক শাস্ত্র মতে সৎকার করা হয়।

এলাকাবাসী অবিলম্বে ঘাতক বাইকের চালককে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি দিতে হবে। সাগরের মরদেহ বাড়িতে আনা হলে নিরীহ বাইসাইকেল চালক সাগরের এক বোন পূজা সহ সকলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সাগর দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার পেয়েছে। ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এসোসিয়েশনের সদস্য ছিল সাগর। আগামী মাসেও দেহ সৌষ্ঠব তথা বডি বিল্ডার্স প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার কথা ছিলো সাগরের। সামাজিক মাধ্যম সাগরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আগরতলা থেকে এই প্রতিবেদকের সাথে ফোনে ত্রিপুরার কৃষি পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় যোগাযোগ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পুলিশ ঘাতক বাইকটি থানায় নিয়ে গেলেও বাইক চালক রূপক মজুমদার ও বাইক আরোহীকে খবর লেখা পর্যন্ত আটক করতে পারেনি। এ নিয়ে এলাকাবাসি একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন এবং প্রশ্ন রাখেন মদমত্ত/নেশাগ্রস্ত বাইক ও গাড়ি চালকের খামখেয়ালি পনার জন্য আর কত নিরীহ মানুষের মৃত্যু হবে ?

এদিকে, টাকার জলা এবং সোনামুড়া থানা এলাকায় দু'টি পৃথক পথদুর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার সকালে টাকার জেলা থেকে গোলাঘাটি আসার পথে একটি টাটা টিয়াগো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। অল্পের জন্য গাড়িটি গভীর খাদে পড়ে যায় নি। রাস্তার পাশে গাছে আটকে গেছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি। গাড়িতে থাকা ৪ জন যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহত যাত্রীদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। টাকার জলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এদিকে সোনামুড়ার করালিয়া মোরা এলাকায় মসজিদ সংলগ্ন স্থানে একটি পিকনিক ফেরত ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে ৪ জন যাত্রী আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। চালকের দ্রুতগামীতা এবং অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে সোনামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সিপাহীজলা জেলায় পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে আজ সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিশ্রামগ' মাল্টিপারপাস হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্যা সাবিত্রী দাস ও বেলা দেবনাথ, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।

পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস বলেন, রাজ্য সরকার সব অংশের মানুষের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশে সব অংশের মানুষকে সামিল হতে তিনি আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা পূর্ণরাজ্য দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেন।

পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে আলোচনাচক্রের পর অনুষ্ঠিত হয় সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। ক্যুইজে বিজয়ীদের তাৎক্ষনিকভাবে পুরস্ক'ত করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী দলটি রাজ্যভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটি র‌্যালি আজ সকালে বিশ্রামগ'রে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

নেতাজির জন্মদিনে ভিক্টোরিয়ায় চাঁদের হাট, মোদীর মঞ্চে গাইবেন জনপ্রিয় শিল্পীরা

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : ১২৫ তম নেতাজি জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শনিবার রাজ্যে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যোগ দেবেন বিশেষ অনুষ্ঠানে। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে। যাতে অংশ নেবেন ঊষা উত্থুপ, পাপন, সোমলতা, অন্বেষা-সহ আরও অনেকে।

কীভাবে দিনটি পালন করা হবে, তা নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে চলছে 'প্রতিযোগিতা'। জানা গিয়েছে, ওইদিন অর্থাৎ শনিবার ঠিক দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে এসে পৌঁছবেন মোদী। আর্টিস্ট ক্যাম্প দেখার পর যোগ দেবেন একটি আলোচনা সভায়। সওয়া চারটায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উদ্দেশে রওনা দেবেন। সাড়ে চারটের মধ্যে সেখানে পৌঁছনোর কথা তাঁর।

নেতাজি নিয়ে তৈরি গানের উপরেই রাজস্থান এবং বাংলার ড্রামবাদকদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হবে প্রধানমন্ত্রীকে। ৫টা থেকে শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলার ৫০-৭৫ জন শিশুদের দিয়েই শুরু হবে অনুষ্ঠান 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'। এরপর মঞ্চে দেখা যাবে ঊষা উত্থুপকে। তিনি 'একলা চলো রে' গান পরিবেশন করবেন। ঠিক তারপর 'সুভাষজি সুভাষজি' গান পরিবেশন করবেন পাপন। 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' গান পরিবেশন করবেন সৌম্যজিৎ এবং সৌরেন্দ্র।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে ৫.২১ নাগাদ প্রদীপ জ্বালানো হবে। তারপর একে একে বাংলার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দেবেন। ৫টা ৪১ নাগাদ 'লেটার অফ নেতাজি (১৯২৬-১৯৩৬)' বই প্রকাশ হবে ওই মঞ্চে। দশজন শহিদকে সম্মান জানানো হবে। ৫.৫৭ নাগাদ বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সন্ধে ৬.৪৫ নাগাদ ওই মঞ্চে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করবেন একাধিক শিল্পী। ঊষা উত্থুপ, পাপন, সৌম্যজিৎ, অন্বেষা, সোমলতা-সহ আরও অনেকেই যোগ দেবেন তাতে। অনুষ্ঠান শেষে সন্ধে ৬.৫৯ মিনিটে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী। শিল্পীদের তালিকায় কারা রয়েছেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে। একুশে বাংলার মতো অসমেও বিধানসভা নির্বাচন। তাই পাপনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে।

স্বাস্থ্যসাথীতে চিকিৎসার খরচ নির্ধারণে কমিটি গঠন রাজ্যের, তোপ বিরোধীদের

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে জট কাটাতে অবশেষে বেসরকারি হাসপাতালের দাবি কিছুটা মানছে রাজ্য। সবরকম চিকিৎসার খরচ বাড়ানোর পথেই এগোল সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।স্বাস্থ্যসাথী কার্ডধারীদের বেসরকারি হাসপাতালগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এই প্রকল্পে সরকার-ঘোষিত নানা হার বেসরকারি হাসপাতালসমূহের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত বলে তাদের সংগঠন রাজ্যকে একাধিকবার জানিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংগঠন প্রতিনিধিরা বৈঠক করেছেন প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে। খোদ মুখ্যসচিব তাঁদের অনুরোধ করেছেন, আপাতত কিছুকাল রোগী প্রত্যাখ্যান না করতে। অন্যদিকে, প্রকাশ্য সভায় মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এই কার্ডধারীদের ফিরিয়ে দিলে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যসাথীতে সবরকম সমস্যা কাটাতে এই ক্ষেত্রে চিকিৎসার যে খরচ সেই খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল সরকার ।মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সবরকম চিকিৎসার হার খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তাতে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, স্বাস্থ্যসচিব-সহ কয়েকজন মন্ত্রীও রয়েছেন। তাঁরা হাসপাতালের সঙ্গে কথা বলে সবটা দেখে তারপর নতুন হার তৈরি করবেন। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যেই এই তালিকা করা হবে। এই নতুন হার তৈরি হয়ে গেলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। তখন সবরকম চিকিৎসাই করা যাবে।'মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনকার যে নতুন কার্ড, তার জন্যই নতুন হার করা হবে রাজ্যের পক্ষ থেকে। যাতে কেউ চিকিৎসা করাতে গিয়ে ফিরে না যান। উল্লেখ্য, এই স্বাস্থ্যসাথীতে সব চিকিৎসার খরচ সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না এই অভিযোগ বিজেপি-সহ সব বিরোধীদের। ইতিমধ্যেই বেসরকারি হাসপাতালগুলি জানিয়েছে, স্বাস্থ্যসাথীতে চিকিৎসার যে খরচ ধরা হয়েছে, তা মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। এই নিয়ে কয়েক দফা বৈঠকও হয়েছে।

এনএইচএম

● প্রথম পাতার পর

তাঁর সাফ কথা, ১৬ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৯৫টি টিকাকরণ কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হয়েছে। তাতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫,৯৫৬ এবং টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে ৯,৮০৭ জনকে। গড় হিসেবে ৬১.৫ শতাংশ। তাতে স্পষ্ট, টিকা নিয়ে মানুষের দ্বিধা কাটছে।

বিধ্বংসী

● প্রথম পাতার পর

একদিকে আগুনের লেলিহান শিখা অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পরিবারের গণভেদী আর্তনাদে গভীর রাতে গোলাঘাটি বাজারের আকাশ বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। দ্রুত সরকারি সহায়তা না পেলে তারা আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবেনা বলেই প্রতিক্রিয়া ব্যাপ্ত করেন। তাই বাজার ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবিলম্বে সরকারি সহায়তা প্রদানের দাবি উঠেছে। এছাড়া বুধবার রাত থেকেই বাজারে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনতা।

আন্দোলনকারীরা দমকলের একটি ইঞ্জিন আটক করে রেখে দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে আগুনে যে সাতটি দোকান ভস্মীভূত হয়েছে সেই দোকানগুলি পরিদর্শনে যান বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি এবং বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য।পরবর্তী সময়ে বাজার ব্যাবসায়ী এবং স্থানীয় জনগন আন্দোলন প্রত্যাহার করে জেলা শাসক আশ্বাস দেয় ফায়ার স্টেশন বসানো জন্য সবধরনের চেষ্টা করবেন।

বাণিজ্যের

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন।

দেবাশিস নন্দি জানান, আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে এনিম্যাল এবং প্ল্যান্ট উভয় কোয়ারেন্টাইন রয়েছে। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর দিয়ে মাছ রফতানিতে ছাড় দেয়নি। ছাড় পাওয়া গেলে শ্রীমন্তপুরেও এনিম্যাল কোয়ারেন্টাইনের সুবিধা প্রদান করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আত্মবিশ্বাস চাই। সর্বোপরি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য কাজ করার ইচ্ছাশক্তি চাই। এখন এই অঞ্চল এক নতুন দিশা নিয়ে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার জনতার সরকার। মানুষের উন্নয়নের জন্য এই সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রতিফলনও পাওয়া যাচ্ছে। গণবন্টন ব্যবস্থার সুষ্ঠ রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই দেশের প্রথম তিনটি রাজ্যের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। রাজ্যের একশ শতাংশ ভোক্তাকে ইপিডিএস-র আওতায় আনা হয়েছে। সৌভাগ্য যোজনার আওতায় রাজ্যের ১০০ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। একশ শতাংশ ব্যক্তিকে আধার কার্ড দেওয়া হয়েছে। প্রতি পরিবারে ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রেও ১০০ শতাংশ সফলতা এসেছে। তিনি বলেন, আগে নবম শ্রেণীতে পড়য়া শুধুমাত্র এস সি, এস সি ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হত। এখন নবম শ্রেণীর সব অংশের ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। আয়ুমান ভারত জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যের ৮৬.৫৬ শতাংশ পরিবার ই-কার্ড পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার আগ পর্যন্ত রাজ্যের মাত্র তিন শতাংশ পরিবারে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হত। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর এ বিষয়ে অটল জলধারা মিশন নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করা হয়। ২০২২ সালের মধ্যে এই প্রকল্পে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সবার বাড়িতে নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২২ শতাংশ বাড়িতে পৌঁছে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পাবার জন্য যারা যোগ্য তাদের সবাইকে ২০২২ সালের মধ্যে ঘর তৈরী করে দেওয়া হবে। রাজ্যের ৯০ শতাংশ বাড়ি থেকে বিভিন্ন বর্জ পদার্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। রাজ্যের একশ শতাংশ ভোক্তাকেই এক দেশ এক কার্ড এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন ভোক্তারা যে কোন রেশন সপ থেকেই তাদের বরাদ্দকৃত সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর বেশ কিছু প্রকল্প চালু করা হয়েছে যা আগে ছিলনা। সাবমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলা হচ্ছে, গড়ে ওঠেছে লজিস্টিক হাব। মৈত্রী সেতু নির্মাণের কাজও শেষ পর্যায়ে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প'াশ হাজার ভূমিহীন ক'ষককে চিহ্নিত করে তারা যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন সেজন্য তাদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার মাধ্যমে ছোট ব্যবসায়ীদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত তিন বছরে রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালে রাজ্যের মানুষের মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ যেখানে ছিল ১ লক্ষ ৪৪৪ টাকা এখন তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৩৬ টাকা। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণও এই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরা থেকে পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন জাতীয় সড়ক উন্নয়নে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলছে। এ বিষয়ে যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে তার ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,১৯০ কোটি টাকা। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও ৪টি বৃহৎ প্রকল্পের অনুমোদন করার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পগুলির জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৭,৫৩০ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ৬ হাজার হেক্টর এলাকা অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

আরও ১৫ হাজার হেক্টর এলাকায় এই চাষ হবে। নতুন করে ৫০ হাজার হেক্টর এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে ভু-া, মাসকলাই ডালের চাষ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ভারতের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি আগের বছরের তুলনায় উন্নতি হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা ২০১৯ সালের তুলনায় ২৮.৮ শতাংশ কমেছে। তেমনি মোট অপরাধও হাস পেয়েছে ২২ শতাশ।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য হিসেবে ছোট হতে পারে কিন্তু এর বিশাল ইতিহাস ও সাংস্ক'তিক ঐতিহ্য রয়েছে। এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সবার। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে স্বয়ংসম্পর্ণ করে তোলা। তিনি বলেন, আত্মনির্ভর ভারত মানে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর নয়। আত্মনির্ভরতা আসে আত্মবিশ্বাস থেকে। আত্মবিশ্বাস যেখানে নেই সেখানে পরিবর্তনও সহজে আসেনা। এই তিন বছরে পরিবর্তন এসেছে রাজ্যের মানুষের মনেও। মানুষ সব বাধা অতিক্রম করে ত্রিপুরাকে কিভাবে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানো যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজস্বমন্ত্রী এন সি দেববর্মা ত্রিপুরার ভারতভূক্তি এবং এর পরবর্তী সময়ের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, ১৯৫৬ সালে রি অর্গানাইজেশন কমিশন তাঁদের রিপোর্টে ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার সুপারিশ করেছিল। রাজ্যের মানুষ এই সুপারিশ মেনে নেয়নি। তারা ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে না জড়তে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানান। এটা ত্রিপুরার ইতিহাসের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজ্যের মানুষ সে সময় রুখে না দাড়ালে ত্রিপুরার ইতিহাস আজ অন্যরকম হত। তিনি বলেন, ভারতভূক্তির সময়ও ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার চক্রান্ত হয়েছিল। এই সমস্ত কিছু প্রতিকূলতার মোকাবিলা করেই ত্রিপুরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মুখ্য সচিব মনোজ কুমার। সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর 'এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরাকে' সামনে রেখে ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিগত আড়াই বছরে উদ্যোগ ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যুব উদ্যোগীরা এল এই ডি বাল, বায়ো ফ্লক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে দারুণ সাফল্য দেখিয়েছে। সম্পতি যে ১৯টি নতুন প্রকল্প ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার বাস্তবায়ণ চলছে। ফলে রাজ্যের জি এস ডি পি দ্রত বাড়ছে। বিগত আড়াই বছরে মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে ২৩ শতাংশ। তেমনি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র, আবাসন প্রকল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা নজির সৃষ্টি করেছে।

পূর্ণরাজ্য

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে সুশাসনের নতুন যুগে প্রবেশ করেছে এবং উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদে ত্রিপুরা আরও সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাও আজ এক টুইট বার্তায় বলেন, রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে ত্রিপুরায় আমার ভাই ও বোনদের অভিনন্দন। সমস্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, এখানকার মানুষের জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব এবং দেশের অগ্রগতির প্রতি উৎসর্গের অনুভূতি অনুকরণযোগ্য।

এছাড়া, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজসিং চৌহান, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল পূর্ণ রাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন।

শীতবস্ত্র বিতরণ

আটের পাতার পর

খরচ করা হবে।এতে করে তেলিয়ামুড়া বাজার এবং পৌর এলাকা আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

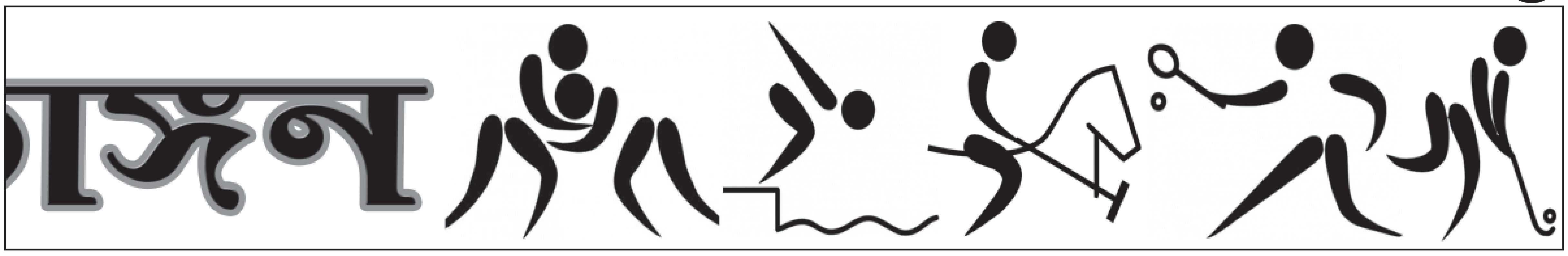

GEN- ELECTION TO MUNICIPALITIES,2021

Draft Publication of the list of Polling Stations Name of Municipality: Teliamura

NOTICE

In pursuance of the provision of Rule 7 of the Tripura municipalities (Registration of Electors) Rules, 1995. I, the Distt:J Municipal Election Officer(DM & Collector) hereby provide for the constituencies (Wards, of Teliamura Municipal Council, the Polling Stations Specified in the appended list for the polling areas or groups of voters noted against each for election of a member of Teliamura Municipal Council and publish as draft inviting objections and suggestions during the period from 21-01-2021 to 27-01-2021. The Copies of draft list of Polling Stations will be available for inspection at the Notice Board of the office of the District Magistrate & Collector, concerned Sub- Divisional Magistrate's Office, concerned Municipal Council Office, during the period.

Date: 21/01/2021 Time: 11.00 A.M.

District Mupici-Pal Election Officer (DM & Collector) Khowai District, Khowai

For Draft Publication
Annexure-I

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ১(এক)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১/১	পূর্ণিমা উচ্চ বিদ্যালয়, খোয়াই টাউন	পূর্ণিমা উচ্চ বিদ্যালয় (দক্ষিনাংশে)	(১) উত্তর দুর্গানগর (২) পশ্চিম পাড়া (৩) মুসলিম পাড়া (৪) কল চৌমুহনী (৫) সাহা পাড়া (৬) এমবাকমেন্ট কলোনী (৭) মন্ডল পাড়া (অংশ)	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ২(দুই)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২/১	পূর্ণিমা উচ্চ বিদ্যালয়, খোয়াই টাউন	পূর্ণিমা উচ্চ বিদ্যালয় (পশ্চিমাংশে)	(১) দৈয়াটিরি পাড়া (২) উত্তর দুর্গানগর (৩) পূর্ব পাড়া (৪) পশ্চিম মনিপুরী পাড়া (৫) হটাৎ কলোনী (৬) অজিত সিং পাড়া (৭) সুধীর সরকার পাড়া (৮) দুর্গানগর (৯) আলী পাড়া (১০) মধ্যপাড়া	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ৩(তিন)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য।
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৩/১	হরকুমার অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, খোয়াই টাউন	হরকুমার অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	(১) সিঙ্গিছড়া (২) পশ্চিম পাড়া (৩) পূর্ব দুর্গানগর (৪) পূর্ব মনিপুরী পাড়া (অংশ) (৫) হাউজিং কলোনী (৬) দেবসরকার পাড়া (৭) শিববাড়ী পাড়া	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ৪(চার)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৪/১	দুর্গানগর, খোয়াই, খোয়াই-৭৯৯২০১	শৈশব অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	(১) কুরি পাড়া (২) আচার্য্য পাড়া (৩) সপ্তপ্রদীপ পাড়া (পূর্বাংশে) (৪) কালীবাড়ী পাড়া (৫) দীপেন্দ্র চৌধুরী পাড়া (৬) মোদক পাড়া (৭) রাসবিহারী স্কুল পাড়া (মানিক দেব পাড়া)	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ৫(পাঁচ)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৫/১	খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, গয়াপ্রসাদ পার্ক	খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় (উত্তরাংশে)	(১) আমলা পাড়া (২) হরিমন্দির পাড়া (৩) পুরান বাজার (৪) গয়াপ্রসাদ পার্ক (৫) সংসঙ্গ পাড়া (৬) বিহারী পাড়া (৭) মন্ডল পাড়া (অংশ) (৮) পাল পাড়া	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ৬(ছয়)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৬/১	খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, গয়াপ্রসাদ পার্ক	খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় (পূর্বাংশে)	(১) মরানদী (২) বিদ্যানিকেতন পাড়া (৩) কবিগুরু পার্ক	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ৭(সাত)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৭/১	বনকর, খোয়াই, খোয়াই-৭৯৯২০১	আনন্দনীড় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	(১) বনকর (২) সপ্তপ্রদীপ পাড়া (পশ্চিমাংশে) (৩) কাঞ্চনঘাট	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ৮(আট)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৮/১	লালছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, লালছড়া, খোয়াই	লালছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় (পূর্বাংশে)	(১) সতীশ চক্রবর্তী পাড়া (২) রায় পাড়া (৩) মধ্য পাড়া (৪) নজরুল সরনী (৫) লালছড়া পূর্ব (অংশ)	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ৯(নয়)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৯/১	জীবনানন্দ বিদ্যামন্দির নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়, লালছড়া, খোয়াই	জীবনানন্দ বিদ্যামন্দির নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়	(১) লালছড়া ঘোষ পাড়া (২) নাথশর্মা পাড়া (৩) নাথ পাড়া	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ১০(দশ)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১০/১	লালছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, লালছড়া, খোয়াই	লালছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় (পশ্চিমাংশে)	(১) লালছড়া পূর্ব (অংশ) (২) দাস পাড়া (৩) কলেজ পাড়া (৪) সূত্রধর পাড়া (৫) হাউজিং কলোনী (৬) মোদক পাড়া (৭ হাউজিং কলোনী (পশ্চিমাংশে)	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ১১(এগার)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১১/১	অফিসটিলা উচ্চ বিদ্যালয়, অফিসটিলা, খোয়াই	অফিসটিলা উচ্চ বিদ্যালয় (পূর্বাংশে)	(১) অফিসটিলা (পশ্চিমাংশে) (২) ঘোষ পাড়া (৩) বিপিসি পাড়া (অংশ) (৪) তাঁতী পাড়া (৫) ভৈরব টিলা (৬) সাহা পাড়া (৭) টাউন গনকি (৮) এনপিসি পাড়া	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ১২(বার)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১২/১	অফিসটিলা উচ্চ বিদ্যালয়, অফিসটিলা, খোয়াই	অফিসটিলা উচ্চ বিদ্যালয় (পশ্চিমাংশে)	(১) অফিসটিলা (পূর্বাংশে) (২) শব্দকর পাড়া (৩) চৌদ্দকানি পাড়া (৪) কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্স (৫) গোস্বামী পাড়া (৬) মুখার্জী পাড়া (৭) ঘোষ পাড়া (অংশ) (৮) উত্তর জামুরা অংশ (ডি ডব্লিউ এস পাড়া)	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ১৩(তের)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১৩/১	খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, টাউন গনকী	খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (পশ্চিমাংশে)	(১) শৈবসুনিতি পাড়া (২) বর্মন পাড়া (৩) হসপিটাল টিলা (৪) সুকান্ত পল্লী (৫) রামঠাকুর পাড়া (৬) সুভাষ পার্ক (অংশ) (৭) আদিত্য পাড়া (৮) নাথশর্মা পাড়া (৯) মার্কেটিং কো-অপারেটিভ পাড়া	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ১৪(চৌদ্দ)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য।
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১৪/১	সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যানিকেতন উচ্চ বুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়, গনকী, খোয়াই	সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যানিকেতন উচ্চ বুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়,	(১) গ্যাস ডিপো পাড়া (২) গনকি দক্ষিন পশ্চিম পাড়া (৩) মধ্য গনকি পাড়া (৪) গনকি (অংশ) (৫) গনকি গোডাউন পাড়া (অংশ)	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই পৌর পরিষদের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা (সাধারন নির্বাচন ২০২১ ইং)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:- ১৫(পনের)

ভোটগ্রহন কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের নাম	ভোটস্থানের এলাকা	ভোটকেন্দ্রের আয়তন	একজন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাঁটিতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা? যদি না থাকে কারন	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস পুরুষ/মহিলা/উভয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১৫/১	খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, টাউন গনকী	খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (পূর্বাংশে)	(১) ফায়ার সার্ভিস পাড়া (২) হরিনাথ শর্মা পাড়া (৩) গনকি গোডাউন পাড়া (অংশ) (৪) শরৎ পল্লী (৫) মৈত্রীর পাড়া (৬) প্রানগোপাল চক্রবর্তী পাড়া (৭) তপন সেনগুপ্ত পাড়া (৮) মানিক দে পাড়া (৯) মধ্য জামুরা (পূর্বাংশে)	২০ বর্গ মিটার	২ কিলোমিটার	হ্যাঁ	উভয়	

তারিখ: ২১শে জানুয়ারী,২০২১ ইং
স্থান:- খোয়াই

ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপাল ইলেকশন অফিসার
(ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এন্ড কালেক্টর)
খোয়াই জেলা: ত্রিপুরা

ICA/D-1309/2020-21

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AMB/1 8/2020-21

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below; Dated: 18.01.2021

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	DEADLINE FOR BIDDING
1.	CE(Building)/PWD/DNIT/ACE/Project Unit/26/2020-21.	₹ 41,13,761.00	Upto 17.00 Hrs. on 0[illegible].01.2021
2.	29/EE-IED/AMB/2020-21	₹ 10,55,920.00	
3.	30/EE-IED/AMB/2020-21	₹ 21,10,134.00	
4.	39/EE-IED/AMB/2020-21	₹ 13,13,268.00	
5.	40/EE-IED/AMB/2020-21	₹ 17,49,318.00	

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at htt_ps://tripuratenders.gov.in/

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er.-Ajit Ghosh)
Executive Engineer
Internal Electrification Division,
PWD Ambassa Dhalai Tripura.

ICA/C-2876/21

‘কোহলির পর শুভমন গিলই ভারতের অধিনায়ক হবেন’, দাবি শশী থারুরের

গোটা ক্রিকেটদুনিয়া চমকে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে ভারতের ‘দাদাগিরি’ দেখে। ঋষভ পন্থের পাশাপাশি শুভমন গিলের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ সবাই। ২১ বছরের তরুণের খেলা দেখে আর সকলের মতোই মুগ্ধ কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা শশী থারুরও । এক স্পোর্টস ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এই ছেলেই একদিন ভারতের হয়ে মাঠে টস করতে নামবেন। কোহলির পরে তাঁর মাথাতেই অধিনায়কত্বের শিরোপা দেখছেন থারুর।

ঠিক কী বলেছেন তিনি? গিলের প্রতি উচ্ছ্বসিত থারুরের কথায়, ”এই ছেলেটিকে দেখলে বোঝা যায় ওর মাথাটা কতটা পরিণত। আগামী কয়েক বছর যদি এমন খেলা খেলে যেতে পারে, তবে বিরাট কোহলির পরে ওই ভারতের অধিনায়ক হবে। আমার এতে কোনও সন্দেহ নেই। কী অসামান্য আত্মনিয়ন্ত্রণ! আমার মতে, ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।” এই বয়সেই গিলের আত্মবিশ্বাস তাঁকে চমকে দিয়েছে বলে জানান থারুর।

এবারের সিরিজে নিঃসন্দেহে খুব বড় আবিষ্কার গিলের ব্যাটিং। প্রথম টেস্টে ভারতের ৩৬ অলআউটের ধাক্কার পরে দ্বিতীয় টেস্টে দলে আসেন গিল। এবং প্রথম ইনিংসের ৪৫ রান থেকেই নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে ৬ ইনিংসে ২৫৯ রান তাঁর। কেবল শশীই নন, দেশের ক্রিকেট ভক্তরা রীতিমতো আপ্লুত তরুণ তারকার ব্যাটিং বিক্রমে।

কিন্তু মনখারাপ তাঁর বাবার। কাল ছেলের ৯১ রানে আউট হওয়াটা মেনে নিতে পারছেন না তিনি। তাঁর কথায়, ”সেঞ্চুরিটা পেলে ওর আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ত। এত ভাল খেলেও কী করে যে আচমকাই শরীর থেকে দূরে ওভাবে শটটা খেলতে গেল।” তাঁর এই আক্ষেপের জবাবে টুইট করেছেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। তাঁর সরস টিপ্পনী, ”মা-বাবা শেষ পর্যন্ত মা-বাবাই হয়।”

এদিকে বিরাট টার্গেট তাড়া করে ভারতের কার্যত ‘এ’ টিমের ম্যাচ ও সিরিজ জিতে যাওয়াটা এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তাবড় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদেরও। বিরাট কোহলির দেশে ফেরার পর থেকেই সকলের ধারণা হয়েছিল, সিরিজে অত্যন্ত খারাপ ভাবে হারবে ভারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত ২-১ জয়ে নয়া ইতিহাস রচনা করেছে টিম রাহানে। যা দেখে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনের সাফ কথা, ”অ্যাডিলেড ম্যাচের পরে আমার ধারণা হয়েছিল, ভারত ৪-০ হারবে। এমনকী ভারতের অন্ধ সমর্থকরাও বোধহয় আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটাই সত্যি আমাকে ভুল প্রমাণ করে ছেড়েছে ওরা।” শার্দুল ঠাকুর, ওয়াশিংটন সুন্দর ও শুভমন গিলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

টটেনহ্যাম-ম্যানইউ পয়েন্ট ভাগাভাগি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে ‘নতুন শুরু’ রাঙানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল টটেনহ্যাম হটস্পার। কিন্তু শেষ দিকের পেনাল্টি গোলে স্বস্তির ড্র নিয়ে প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে ফিরেছে ইউনাইটেড।পুনরায় শুরু হওয়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুই দলই নেমেছিল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে।টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে শুক্রবার ম্যাচটি ১-১ সমতায় শেষ হয়।সব প্রতিযোগিতা মিলে এই নিয়ে টানা ১২ ম্যাচ অপরাজিত রইলো ইউনাইটেড। গত ডিসেম্বরে লিগে প্রথম দেখায় মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের জোড়া গোলে টটেনহ্যামকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের দলটি।ত্রয়োদশ মিনিটে সন-হিয়ুং মিনের ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়া। ১০ম মিনিট পর র‍্যাশফোর্ডের শট ফেরান স্পার্স গোলরক্ষক উগো লরিস।স্টেভেন বেরহুইয়ানের একক প্রচেষ্টার দারুণ গোলে ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় সব প্রতিযোগিতা মিলে আগের ছয় ম্যাচে জয়শূন্য টটেনহ্যাম। সতীর্থের বাড়ানো বল ধরে গতিতে ইউনাইটেডের ডিফেন্ডারদের ছিটকে দিয়ে জোরালো শটে জাল খুঁজে নেন ২২ বছর বয়সী এই ডাচ ফরোয়ার্ড।একটু পর ডান দিক থেকে বেরহুইয়ানের ক্রসে সনের হেড দে হেয়া কোনোমতে কর্নারের বিনিময়ে ফেরালে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়নি।৬৩তম মিনিটে ফ্রেদকে তুলে নিয়ে পল পগবাকে নামান ইউনাইটেড কোচ উলে গুনার সুলশার। সমতায় ফিরতে মরিয়া দলটির আক্রমণের ধারও বাড়ে। তাদের ভালো একটি সুযোগ নষ্ট হয় ৬৬তম মিনিটে; অঁতনি মার্সিয়ালের শট ফিস্ট করে কর্নারের বিনিময়ে ফেরান লরিস।নির্ধারিত সময়ের নয় মিনিট বাকি থাকতে ব্রুনো ফের্নান্দেসের সফল স্পট কিকে স্বস্তি ফেরে ইউনাইটেডের তাঁবুতে। ডি-বক্সে পগবাকে এরিক দিয়ের ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।ম্যাচের শেষ দিকে এরিক ডায়ারের হালকা ছোঁয়ায় ব্রুনো ফের্নান্দেস পড়ে গেলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। জয় ছিনিয়ে নেওয়ার আশা জাগে ইউনাইটেডের। তবে ভিএআরের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বদলান রেফারি।৩০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে ইউনাইটেড। ৪২ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে জোসে মরিনিয়োর টটেনহ্যাম।২৯ ম্যাচে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৬০। লেস্টার সিটি (৫৩), চেলসি (৪৮) যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে।শুক্রবার অন্য ম্যাচে নরিচ সিটির মাঠে ৩-০ গোলে জিতে সাউথ্যাম্পটন।করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত থাকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ গত ১৭ জুন পুনরায় শুরু হয়।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 08/EE/E-CELL/ARDD/2020-21 Date: 18/01/2021
MEMO NO :F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/19/2299 - 2306 Date :18/01/2021.

Percentage rate bids in single bid percentage rate tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD Form-7(Seven) up to 3.00p.m. on 30/01/2021 for DNIT No : i) 33/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, DNIT No: ii)34/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, DNIT No: iii) 35/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, DNIT No: iv)36/EE/E-CELL/ARDD/2020-21 & DNIT No :V) 37/EE/E-CELL/ARDD/2020-21. All details can be seen in the office of the Undersigned. For any query please contact 9436969700.

(Othello Dewan)
Executive Engineer Engineering CeII,ARDD. P.N.Complex, Agartala

ICA/C-2883/21

সামনেই নেতাজির জন্মদিন। তাই চলছে জোড় প্রস্তুতি। ছবি-নিজস্ব।

সাংবাদিককে হেনস্থা নিরাপত্তা কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা অবজারভার পত্রিকার সাংবাদিক অভিজিৎ নাথের সাথে আজ দুর্ব্যবহার করে কতিপয় টিএসআর জওয়ান। ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পূর্ণ রাজ্য দিবস অনুষ্ঠানে।

এই ব্যাপারে সাংবাদিক অভিজিৎ নাথ জানিয়েছেন, এদিন তিনি যখন অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য হলে প্রবেশ করতে যান তখন তাঁকে নিরাপত্তা কর্মী বাধা দেন। অভিজিৎ নাথের হাতে একটি হেলমেট ছিল। নিরাপত্তা কর্মীর বক্তব্য হচ্ছে কোনওভাবেই হেলমেট নিয়ে হলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। কারণ হিসেবে ওই নিরাপত্তা কর্মীর যুক্তি হচ্ছে নিরাপত্তার ঝুঁকির জন্য নাকি এই হেলমেট নিয়ে হলে যেতে দেয়া যাবে না। অভিজিৎ নাথ তখন জানান যে, হেলমেটটি যদি বাইরে রাখা হয় তাহলে চুরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই কথোপকথনের মধ্যেই সাংবাদিক অভিজিৎ নাথকে নানা ধরনের অসম্মানজক উক্তি করেন ওই নিরাপত্তা কর্মী। পরে অভিজিৎ নাথ যখন হেলমেট বাইরে রেখে হলে প্রবেশ করতে যান তখনও তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। শেষে অভিজিৎ নাথকে সরকার প্রদত্ত পরিচয়পত্র দেখিয়ে হলের ভিতরে যেতে হয়েছে।

এদিনের সাংবাদিকের সাথে অভব্য আচরণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। সেই সাথে ঘটনার তদন্তক্রমে ওই নিরাপত্তা কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব।

তেলিয়ামুড়ায় দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জানুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া শুকনো মাছ ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া সব্জি বাজার সেড ঘরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের উপস্থিতিতে শুকনো মাছ বাজারে কর্মরত গরিব দুঃস্থ ১২৫ জন মহিলাদের মধ্যে শীত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত অনুষ্ঠানে বিধায়িকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক নরেন্দ্র গোপ, ছিলেন শুকনো মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ক্ষিতীশ দাস সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে বিধায়িকা বলেন, একশ দশ কোটি টাকা আরবান ডেভেলপমেন্টে দপ্তরের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদেকে বিভিন্ন ধাপে ধাপে প্রদান করা হচ্ছে।তেলিয়ামুড়া বাজারকে কিভাবে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা যায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আরবান ডেভেলপমেন্টে দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অর্থরাশি তেলিয়ামুড়া বাজার এবং তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন স্থানে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সদভাবনা যাত্রা আমাদের সংহতিবোধ-কেই সমৃদ্ধ করবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। সংস্কৃতি ও সংহতির সাথে স্বনির্ভরতাই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ গঠনের পাশাপাশি রাজ্যকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে পারে। আজ আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে যুব বিকাশ কেন্দ্র এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড ফোরাম অব আর্টিস্ট অ্যাণ্ড অ্যাক্টিভিস্টস (নিফা) ত্রিপুরা শাখার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সদভাবনা যাত্রা ২০২১-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী ফ্ল্যাগ অফ করে এই সদভাবনা যাত্রার সূচনা করেন। তিনি বলেন, দেশের ক’ষ্টি ও সংস্ক’তি সম্পর্কে সবার সম্যক ধারণা থাকা দরকার। এতে মানুষের মধ্যে সংহতিবোধ গড়ে উঠে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুব বিকাশ কেন্দ্রের সদস্যরা সারা দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যের ক’ষ্টি-সংস্ক’তি তুলে ধরার পাশাপাশি সমগ্র দেশের গ্রামীণ পরিবেশের বাস্তব চিত্র ও দেশের ক’ষ্টি ও সংস্ক’তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। এই সদভাবনা যাত্রা আমাদের সংহতিবোধকেই সমৃদ্ধ করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বের মানচিত্রে ভারতের কৃষ্টি সংস্ক’তিকে তুলে ধরার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পূর্বে আধুনিক ভারত গঠনের স্বপ দেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই মন্ত্রকে পাথেয় করে নতুন ভারত গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। শক্তিশালী, সমৃদ্ধশালী, স্বাভিমানি ভারত হিসেবে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে তিনি তুলে ধরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। মানুষের মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোকালের আহ্বানে সারা দিয়ে মানুষ স্বনির্ভরতার দিকে অগ্রসর। পাশাপাশি মানুষকে দেশপ্রেম ভাবনায় জাগিয়ে তুলছেন। রাজ্য সরকারও স্বনির্ভরতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তার সংহতি। এদেশে পৃথক পৃথক সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল থাকা সত্বেও আমরা এক ও অভিন্ন ভারতবাসী। এই বার্তার পাশাপাশি ত্রিপুরার সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি ও পর্যটনকে বহির্রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সদভাবনা যাত্রার উদ্যোগ নেওয়ায় তিনি আয়োজকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও এ রাজ্যের সংস্কৃতির একটা ঐতিহ্য রয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মিশ্র সংস্ক’তির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে আমাদের রাজ্যে।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, সদভাবনা যাত্রায় অংশগ্রহণকারী রাজ্যের যুবারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিক্রমা করে বিভিন্ন বিষয়ে অভি’তা অর্জন করবেন। পাশাপাশি শান্তি, ভালোবাসা এবং অখণ্ডতার বার্তা তারা সারা দেশে ছড়িয়ে দেবেন। একই সঙ্গে তিনি তাদের নিরাপদ যাত্রাও কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড ফোরাম অব আর্টিস্ট অ্যাণ্ড অ্যাক্টিভিস্টস-এর চেয়ারম্যান প্রীতপাল সিং পন্নু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিকাশ কেন্দ্রের সভাপতি দেবাশিস মজমদার। উল্লেখ্য, এই সদভাবনা যাত্রায় অংশগ্রহণকারী রাজ্যের যুবকরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমা করে রাজ্যের ক’ষ্টি, সংস্ক’তি, পর্যটনকে যেমন তুলে ধরবেন তেমনি ২০২২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের বার্তাও পৌঁছে দেবেন।

তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এনএসএসের শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার থেকে তেলিয়ামুড়া দ্বাদশে শুরু হলো এনএসএস -এর ৭ দিবস ব্যাপী বিশেষ বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিহির দেবনাথ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির পক্ষে অরুন দাস, এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার জগন্নাথ সূত্রধর সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ রাখেন এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার জগন্নাথ সূত্রধর। জগন্নাথ বাবু এনএসএস এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এনএসএস প্রথম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মোট ৩৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পরে চালু হয় এনএসএস। জাতীয় সেবা প্রকল্প বা এন এস এস মূলত স্বামীজি এবং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এনএসএসের মূল লক্ষ্য হলো সেবার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো।

তাছাড়া উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়িকা বলেন, আমরা যখন রক্তের প্রয়োজন হয় তখন আমরা রক্তের জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিচার করি না। এটা হিন্দু রক্ত না মুসলমানের নাকি খ্রিস্টান নাকি বুদ্ধের রক্ত সেই বিচার আমরা করিনা। বিশ্বে অনেক কিছুই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেও রক্তের আবিষ্কার বিজ্ঞানীরা করতে পারেনি। বিধায়িকা রক্তদানে ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলা আজ থেকে দূরদর্শন কেন্দ্র ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার নাম ডিডি ত্রিপুরা নামে নতুন নামকরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ সুকান্ত একাডেমিতে আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের নতুন নামকরণের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল রমেশ বৈস বলেন, ত্রিপুরার পূর্ণরাজ্য দিবসে দূরদর্শন কেন্দ্রের নাম ডিডি ত্রিপুরা করার উদ্যোগ অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের। ডিডি ত্রিপুরা এখন থেকে ২৪ ঘন্টা ককবরক এবং বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান সম্পচার করবে। রাজ্যপাল বলেন, সাধারণ জনগণের কাছে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কথা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে দূরদর্শন। তিনি আশা প্রকাশ করেন রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রতিভাদের দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করার সুযোগ করে দিতে এগিয়ে আসবে ডিডি ত্রিপুরা। যাতে করে রাজ্যের তরুণ প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাছাড়াও তিনি রাজ্যের ঐতিহ্যগত দিকগুলির পাশাপাশি রাজ্যের সাংস্ক’তিক কর্মসূচিগুলিও দূরদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, জনগণের সহযোগিতা ছাড়া কোনও রাজ্যের সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। তাই ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য গড়ার ক্ষেত্রে জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিডি ত্রিপুরার জোনাল প্রধান (প্রোগ্রাম) এন চন্দ্রশেখর। তাছাড়া ডিডি ত্রিপুরার ডিরেক্টর পি রঙ্গস্বামী এবং প্রোগ্রাম হেড অপর্ণা দাস উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণপুরে বন্য হাতির আক্রমণে আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জানুয়ারি।। কয়েকদিন বাদে বাদে বন্যহাতির তাণ্ডবে সাধারণ মানুষদের ঘরবাড়ি সহ ফসল ধ্বংস হচ্ছে তেমনি হাতির তাণ্ডব থেকে রেহাই পাচ্ছে না মানুষেরাও। এমনকি হাতির আক্রমণের শিকার হয় প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হয়েছে বহু মানুষের। ঘটলো তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর অধীন কৃষ্ণপুরের বালুরঘাট এলাকায়।তবে এই ঘটনায় প্রাণ না গেলেও আক্রমণের শিকার হয়েছে এক ষাটোর্ধ বয়সের ব্যক্তি কে।আহত ব্যক্তির নাম রঞ্জিত নম: ।বাড়ি কৃষ্ণপুর এলাকায়।পেশায় লাকড়ি বিক্রেতা। প্রতিদিনের মতো এদিনও রঞ্জিতবাবু লাকড়ি সংগ্রহ করতে বাড়ির পার্শবর্তী জঙ্গল বলু ঘাটে যায়।লাকড়ি সংগ্রহ করতে অবস্থায় আচমা বন্যহাতির টি আক্রমণ করে রঞ্জিত এর উপর।পরে কোন রকম দৌড়ে পালিয়ে এসে প্রাণের রক্ষা পেলেও গুরুতর অবস্থায় তাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।তার চিকিৎসার

গাঁজা বোঝাই দুটি গাড়ি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। গোমতী জেলার উদয়পুরের ব্রহ্মছড়া এলাকা থেকে পুলিশ গাঁজা বুঝাই দুটি গাড়ি আটক করেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গাজা বোঝাই করে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। গোপন সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ গাড়ি দুটি আটক করতে সক্ষম হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ প্যাকেটজাত গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। দুটি গাড়িসহ গাঁজা গুলি পুলিশের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।গাঁজা আটক করা সম্ভব হলেও এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।উদ্ধার করা গাজার আনুমানিক বাজার মূল্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। এই ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।আশঙ্কা করা হচ্ছে গাঁজা গুলি পাচারের জন্যই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।

সাব্রুমে ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বিষয়ে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। সাব্রুম মহকুমা নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে ১৯ জানুয়ারি আমতলি কমিউনিটি হলে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বিষয়ে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বাল্য বিবাহ রোধ ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন সাব্রুম নগর প’ায়েতের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন শান্তিপ্রিয় ভৌমিক, আইনজীবি আপন দত্ত, বিদ্যালয় পরিদর্শক স’তি মালাকার, সাব্রুম থানার ও সি মুকুলেন্দ দাস। স্বাগত ভাষণ দেন সি ডি পি ও সুভাষ দেবনাথ। শিবিরে ৬ জন অন্ত্যোদয় কিশোরীর হাতে ডিগনিটি কিট তুলে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় পোষণ অভিযানে ৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য রান্নার গ্যাসের সর’ামও বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট প্রবীণ নাগরিক মানিক বসাক।

অমরপুরে পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। অমরপুর মহকুমা ভিত্তিক পূর্ণরাজ্য দিবস আজ চণ্ডীবাড়ি মাঠে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে পূর্ণরাজ্য দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেন অমরপুর প’ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্করানন্দ সাহা, মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা, নগর প’ায়েতের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তরুণ চক্রবর্তী, বিদ্যালয় পরিদর্শক দশরথ দেববর্মা প্রমুখ। এরপর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অমরপুর শহর পরিক্রমা করে আবার চণ্ডীবাড়ি মাঠে সমবেত হয়। শোভাযাত্রায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীগণ অংশ নেন। শেষে চণ্ডীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে সাফাই অভিযান অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান পেলেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারকে ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হলো। ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকার এবারই প্রথম বিভিন্ন রাজ্য নাগরিক সম্মান ২০২১ চালু করেছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং প্রেক্ষাগৃহে পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রমেশ বৈস দীপা কর্মকারের হাতে ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান তুলে দেন। এই সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা এবং মারক, মানপত্র ও উত্তরীয়।

আজ পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা ভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয় ক্রীড়াবিদ আর্শিয়া দাসকে। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য আর্শিয়া দাসকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার হাতে ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান তুলে দেন। সম্মাননা হিসেবে ২ লক্ষ টাকা এবং মারক, মানপত্র ও উত্তরীয় তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সম্মান পেয়েছেন রাজ্যের অন্যতম বেহালাবাদক সুবল বিশ্বাস। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা তাঁর হাতে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সম্মান তুলে দেন। যন্ত্র সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়। সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকা এবং মারক, মানপত্র ও উত্তরীয়। মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ম’তি সম্মান পেয়েছেন ডা. মাধবী দেববর্মা। রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা তাঁর হাতে কাঞ্চনপ্রভা দেবী ম’তি সম্মান তুলে দেন। সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকা এবং মারক, মানপত্র ও উত্তরীয়। মহিলাদের সংবেদনশীল ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ডা. মাধবী দেববর্মাকে এই সম্মান দেওয়া হয়। রাজ্য নাগরিক সম্মান ২০২১-এ বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত হয়েছেন ডা. অভিনব কান্ত। কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন। সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকা এবং মারক, মানপত্র ও উত্তরীয়।

ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে এবছরই ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান, ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান, শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সম্মান, মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান এবং বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার হিসেবে সুনাগরিক পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ উদীয়মান উদ্যোগ পুরস্কার, ক’ষি ও উদ্যান, মৎস্যচাষ, প্রাণীপালন, গ্রামীণ শিল্পে উৎসাহিত করার জন্য, শিল্প মহলে কর্মপ্রচেষ্টার জন্য, শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষকতার পুরস্কারও দেওয়া হয়। পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে ৯ জন পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার পেয়েছেন।

এই পুরস্কারগুলির মধ্যে সুনাগরিক পুরস্কার পেয়েছেন অচিন্ত্য ভট্টাচার্য। শ্রেষ্ঠ উদীয়মান উদ্যোগ পুরস্কার পেয়েছে কেকস এন বানস ডিলাইট। কৃষি ও উদ্যান পালন পুরস্কার পেয়েছেন রূপক চৌধুরী। মৎস্যচাষ পুরস্কার পেয়েছেন সুমন রুদ্রপাল। প্রাণীপালন পুরস্কার পেয়েছেন স্বপন দেবনাথ। গ্রামীণ শিল্প পুরস্কার পেয়েছেন দেবব্রত দাস। শিল্প মহলে কর্মপ্রচেষ্টা পুরস্কার পেয়েছে তীর্থময়ী অ্যালুমিনিয়াম প্রোডাক্টস। শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার পেয়েছে খোয়াইয়ের সিঙ্গিছড়া প্যাক্স লিমিটেড। শ্রেষ্ঠ শিক্ষকতার পুরস্কার পেয়েছেন প্রশান্ত সেন। তাদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব, তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা। পুরস্কার হিসেবে তাঁদের দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার টাকা করে এবং মারক, মানপত্র ও উত্তরীয়। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। শ্রেষ্ঠ শিক্ষকতার পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ২০ হাজার টাকা প্রশান্ত সেন আজ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেন।

ধর্মনগরে পূর্ণরাজ্য দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে আজ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পূর্ণরাজ্য দিবস পালন করা হয়। চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, মহকুমা শাসক কমলেশ ধর প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা আধিকারিক রিপন চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোকুল চন্দ্র দেবনাথ। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বক্ত’তা প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এবং সাংস্ক’তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তর এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর।

জিরানীয়ায় পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। জিরানীয়া মহকুমা ভিত্তিক ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস আজ খুমলুঙের ডাকবাংলো মাঠে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, আজ ত্রিপুরাবাসীর জন্য গৌরবের দিন। তিনি বলেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই মূল মন্ত্রকে পাথেয় করেই ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার কাজে সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডিসি’র ডেপুটি সি ই ও সুব্রত চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেলবাড়ি বিএসি’র চেয়ারম্যান গনেশ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সন্ধ্যারাম দেববর্মা ও অভিজিৎ দেববর্মা। পূর্ণরাজ্য দিবস পালনের অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে মেগা পোষণ অভিযান ও স্বাস্থ্য শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মা এবং গর্ভবতী মহিলাদের হাতে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্যের প্যাকেট তুলে দেন। তাছাড়া ২০০ পরিবারকে অতিথিগণ শীতব’ তুলে দেন।

সদভাবনা দিবসে কচিকাঁচাদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-নিজস্ব।

দমকল কর্মী বিশ্বজিৎ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে লেফুঙ্গায় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। রাজ্যে এনআরসি চালু করা, সিএএ বাতিল এবং দমকলকর্মী বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ত্রিপরা মোথার উদ্যোগে লেফুঙ্গা ব্লকের শম্ভুরাম পাড়ায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়।সংগঠনের নেতা গণি দেববর্মা এবং লেমন দেববর্মার নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান রাজ্যে অবিলম্বে এনআরসি চালু করতে হবে। পাশাপাশি অবিলম্বে সিএএ বাতিল করার ঘোষণা দিতে হবে।উত্তর ত্রিপুরা জেলা দমকলকর বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এ ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই দাবিতে তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেছে।ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে এ ধরনের দাবি উত্থাপন করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে জনজাতিদের আকর্ষিত করার লক্ষ্যেই ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল মনে করছে।

মুঙ্গিয়াকামীতে ককবরক দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জানুয়ারি।। এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৪৩ তম ককবরক ডে পালন করল প্রত্যন্ত এলাকার মুঙ্গিয়া কামী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের চিরাচরিত পোশাক পরে নৃত্য, রেলি সহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করে বিদ্যালয় চত্বরে। উপজাতিদের চিরাচরিত পোশাক পরিধান করে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল থেকে রেলি শুরু করে মুঙ্গিয়া কামী ব্লক ও জাতীয় সড়ক পরিক্রমা করে। প্রত্যন্ত এলাকাতে এমন চোখ ধাঁধানো ছাত্র-ছাত্রীদের রেলি আগামী দিনে কচিকাঁচাদের স্কুলমুখী করে তুলতে অনেকটা সহায়ক হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অতুল দেববর্মা, মুঙ্গিয়া কামী ব্লক চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, মুঙ্গিয়া কামী দ্বাদশ এসএম সি কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জীব দেববর্মা,রাজ্যের বিশিষ্ট ককবড়ক সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেববর্মা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোজ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে বিধায়ক অতুল দেববর্মা বলেন, দেশের নয়া শিক্ষানীতি আগামী দিনে সুদূর প্রসার ঘটবে এবং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কচিকাচাদের স্কুলমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে নয়া শিক্ষানীতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ণাঢ্য রেলিতে অংশ নেন খুদ বিধায়ক অতুল দেববর্মা এবং রাজ্যের বিশিষ্ট ককবড়ক সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেববর্মা। যা আগামী দিনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ, স্কুল ছুট ছাত্র-ছাত্রীরাও স্কুলমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে এই বর্ণাঢ্য রেলির।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।